ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 April, 2020 ■ আগরতলা, ২০ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ৭ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল ১৫ হাজার

রাজ্যে ৩ মে পর্যন্তই লকডাউন ছাড় শুধু কিছু ক্ষেত্রে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/নয়াদিল্লী, ১৯ এপ্রিল।। ২০ এপ্রিল থেকে লকডাউন উঠছে না, শুধুমাত্র দেশে করোনা মহামারি প্রতিরোধে যে সমস্ত অঞ্চল গ্রিন জোনে রয়েছে তাতে কিছুটা নিয়ম-কানুনে শিথিলতা আসবে। ত্রিপুরায় লকডাউন চলবে ৩ মে পর্যন্ত। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ভিডিও বার্তায় এ কথা জানিয়ে বলেন, লকডাউন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্দেশিকায় ত্রিপুরা গ্রিন জোনে রয়েছে। তাই ২০ এপ্রিল থেকে রাজ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজকর্ম জারি রাখার সুযোগ দেওয়া হবে। ছোট ইন্ডাস্ট্রি, ছোট দোকান, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ, নির্মাণ কাজের মতো বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় নীতি নির্দেশিকা মেনে কাজ করার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় নজরদারিতে বিএসএফ এবং পুলিশকে বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ-কাজে সীমান্ত এলাকার নাগরিকদের আরও বেশি সতর্ক থাকার আহ্বান রাখেন তিনি। এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সামাজিক দূরত্ব লঙ্ঘনের খবরে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ সীমান্তের যে এলাকাগুলিতে বর্ডার ফেন্সিং নেই, সেই সব জায়গাগুলিতে বিএসএফের সাথে এলাকাবাসীকে নজরদারিতে সহযোগিতার আহ্বান রাখেন তিনি।

গত ২২ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ত্রিপুরাবাসী জনতা কার্ফু পালন করেছেন, ৩ মে পর্যন্ত সেভাবেই লকডাউনের নীতি নির্দেশিকা ত্রিপুরাবাসী মেনে চলবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সবাইকে আরও কিছুদিন ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়ার আবেদন রাখেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১৩০ কোটির দেশ এমন শৃঙ্খলায় থাকা পুরো দুনিয়ায় উদাহরণ নেই।' ধীরে ধীরে লকডাউন উঠে গেলে রাজ্যবাসীর পরামর্শমতো সরকার কাজ করবে বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। আবারো রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে সবাইকে লকডাউনের নীতি নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান রাখেন তিনি।

লকডাউনে বিশেষ ছাড় পেতে মেনে চলতে হবে কেন্দ্রীয় গুচ্ছ নির্দেশিকা

দেশজুড়ে বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ। এমন পরিস্থিতিতে কয়েকটি ক্ষেত্রকে লকডাউনের থেকে বিশেষ ছাড় দিয়েছে সরকার। সেই জন্য সোমবার থেকে কয়েকটি অফিস ও কারখানা খুলছে।এই তালিকায় বেসরকারি সংস্থাও রয়েছে। অফিসে বেরোনোর পথে কেউ যাতে করোনায় না আক্রান্ত হয় সেজন্য দিক নির্দেশ জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কেন্দ্রের তরফ থেকে আহ্বান করা হয়েছে এই দিক নির্দেশ যারা কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে তাদের মেনে চলতে হবে।

করোনা মহামারী থেকে বাঁচতেই এই দিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল, অফিসে যাতে কর্মীরা আসতে পারে তার ব্যবস্থা কোম্পানিগুলো কি করতে হবে। ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ যাত্রী যাতে বসতে পারে এমন প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলে করে কর্মীদের আনতে হবে। অফিসে ঢোকার আগেই সমস্ত গাড়ি ও কর্মীর সঙ্গে থাকা যাবতীয় জিনিসপত্রকে শোধন করতে হবে। অফিসে কাজ করার সকল কর্মীদের মেডিকেল ইন্সুরেন্স করাতে হবে। অফিসে যারা ডুকছে ও বের হচ্ছে তাদের প্রত্যেকে থার্মাল স্ক্রিনিং করা বাধ্যতামূলক।

এদিকে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৩৩৪। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৫৭১২। মারণ এই রোগে মৃত্যু হয়েছে ২৭ জনের। মৃতের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়াল ৫০৭। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকে তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে নতুন করে আক্রান্তের মধ্যে ৭৬ জন বিদেশি নাগরিক। এত উৎকণ্ঠার মাঝে আশার খবর হল গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৩৯। মোট সুস্থ হওয়ার সংখ্যা হচ্ছে ২২৩১।

করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, দিল্লির। এখানে প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। প্রায় প্রতিদিনই এখানে ১০০ থেকে ২০০ জন করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে ২১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে পুদুচেরি, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, গোয়া, ত্রিপুরায় বিগত কয়েক দিনে নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অনুযায়ী দেশের ৩৩ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করোনা তার মারণ থাবা বসিয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা, উত্তেজনা মতিনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ এপ্রিল।। শনিবার গভীর রাতে আমতলী থানাধীন কমলাসাগর বিধানসভার মতিনগর এলাকায় ১০ মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ প্রাকৃতিক কাজ করতে ঘরের বাইরে যায়। এই সুযোগে মতিনগর এলাকার এক যুবক উশৃংখল ব্যক্তি সেই গৃহবধূর ঘরে প্রবেশ করে। পরবর্তী সময়ে গৃহবধূ বিষয়টি টের পায়।

অভিযোগ তখনই গৃহবধূর মুখে চাপা দিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। তার চিৎকারে গৃহবধূর শাশুড়ি এগিয়ে আসলে গৃহবধুর গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করে সেই যুবক। গৃহবধুর মাথায় আঘাত করলে রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। তাছাড়া গৃহবধূর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। পরে রবিবার প্রভাবশালী ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমতলী থানায় মামলা করা হয়। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এদিকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে। জানা যায় গৃহবধূর স্বামী সৌদি আরবে থাকেন। বর্তমানে অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক। অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লেগেছে। গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি, কৃষকের মাথায় হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। টানা তিন দিন ধরে শিলা বৃষ্টি সহ হাল্কা ও মাঝারি বৃষ্টির ফলে ব্যাপক ক্ষতির সন্মুখিন কৃষকরা। রাজ্যের প্রায় সর্বত্র একই অবস্থা। রাজধানীর লঙ্কামুড়া এলাকার কৃষকদের মাথায় হাত। লঙ্কামুড়া এলাকার বেশিরভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল।

রাজধানীর বিভিন্ন বাজার গুলিতে যে সকল শাক সবজি লক্ষ্য করা যায় তার একটা অংশের যোগান দেয় লঙ্কামুড়া এলাকার কৃষকরা। কিন্তু টানা তিন দিনের ফলে সেই সকল কৃষকদের বর্তমানে মাথায় হাত। কারন বৃষ্টির ফলে কৃষকদের সবজী ক্ষেত একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সংবাদ প্রতিনিধিদের ক্যামেরায় এই চিত্র ফুটে উঠে। লঙ্কা মুড়া এলাকার কৃষকরা জানান বৃষ্টির ফলে তাদের ক্ষেতে থাকা ফুল কপি, টমেটো, ঢেঁড়স, ডাটা, করলা, ধন্যা ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এমতাবস্থায় বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা কি করবেন ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছেন না।

শান্তিরবাজারে স্থানান্তরিত বাজার জলে টইটম্বুর, নেই বিকিকিনি, চিন্তিত দোকানীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ এপ্রিল।। শান্তিরবাজার মাছ বাজার ও মাংস বাজার স্থানান্তরিত করায় বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতে হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের। শান্তির বাজারে লোকজনদের ভীড় কমাতে ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চলারজন্য সব্জী বাজার ও মাছ, মাংস বাজার স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে।

এর মধ্যে সব্জী বাজার শান্তিরবাজার দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয় মাঠে নেওয়া হয়েছে ও মাছ, মাংস বাজার শান্তিরবাজার রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন নদীর পাড়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু এই জায়গায় পরিকাঠামো দিক দিয়ে ঠিক না থাকার কারনে অল্প বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে আছে। যার ফলে বাজারে আগত ক্রেতা বিক্রেতাদের বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতে হচ্ছে। এই নিয়ে মাংস বিক্রেতারা সংবাদ মাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন। ব্যবসায়ীরা চাইছেন সকলে বাজার করতে যেন সুবিধা হয় প্রসাশন এমনটাট উদ্দ্যোগ গ্রহন করুক।

বিশালগড় সংযোজন ঃ লক ডাউনের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে ক্রেতা বিক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়। নিরব দর্শক প্রশাসন। সিপাহিজলা জেলার জেলা সদর বিশ্রামগঞ্জ বাজারের রবিবার ছিল সাপ্তাহিক বাজার বার। এইদিন বাজার মিলে অন্যান্য দিনের ন্যায়। লক ডাউনের কোন আইন সেখানে মানা হয়নি।

বাজারে ছিল ক্রেতা বিক্রেতাদের উপচে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত ১২৮ চিকিৎসক

ঢাকা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ১২৮ চিকিৎসক। একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনজন চিকিৎসক সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। হাসপাতালে ভর্তি আছেন ৫৩ জন। বাকিরা বাড়িতে আইসোলেশনে আছেন। রবিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ডক্টরস ফাউন্ডেশনের (বিডিএফ) প্রধান সমন্বয়ক ডা. নিরূপম দাশ এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ঢাকা বিভাগে, সেখানে ৬০ জনের অধিক চিকিৎসক। ঢাকার মধ্যে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে ১২ জন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আটজন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঁচজন, কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালে একজন চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া নারায়ণগঞ্জে ১২ জন, ময়মনসিংহে সাতজন, গাজীপুরের কালিগঞ্জে ছয়জন আক্রান্ত হয়েছেন। বাকিরা দেশের অন্যান্য জেলায় আক্রান্ত। আক্রান্তদের সংস্পর্শ আসা প্রায় ৩০০ স্বাস্থ্যকর্মী কোয়ারেন্টিন আছেন।

নিরূপম দাশ বলেন, যে হারে চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। এতে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়ার শঙ্কা রয়েছে।

এদিকে, সোসাইটি ফর নার্সেস সেফটি অ্যান্ড রাইটস সংগঠনের মহাসচিব সাব্বির মাহমুদ তিহান বলেন, দেশের ১৫ টি সরকারি হাসপাতাল ও ১০ টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ৭১ জন নার্স করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের সংস্পর্শে গিয়েছিলেন এমন ৩০০ নার্স বর্তমানে কোয়ারান্টিনে আছেন।

নার্সদের আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণ হল পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতি ও অনেক রোগী তথ্য গোপন করে সেবা নিতে আসা বলেও জানান সাব্বির মাহমুদ তিহান।

শ্রীনগরে মহিলার ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ ফদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। শ্রীনগর থানা এলাকার উড়িয়া পাড়ায় এক মহিলা ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। ওই মহিলার নামে পুতুল নায়েক। বাড়ির শৌচালয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে বলে জানা গেছে। রবিবার স্থানীয় মানুষজন শ্রীনগর থানায় খবর পাঠালে পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই মহিলা অনেকদিন ধরেই মানসিকভাব অবসাদগ্রস্থ ছিল। পুলিশ এব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করেছে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতলে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় অমরপুর ফায়ার স্টেশন, নীরব দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। যারা দিনরাত মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তাদের জীবনই এক প্রকার ভয়ের মধ্য দিয়ে কাটছে। বড়সড় বিপদের আশঙ্কা নিয়েই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অমরপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। অমরপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের বিল্ডিংটি আজ থেকে ৩০বৎসর আগে তৈরী করা হয়েছিলো বর্তমানে বিল্ডিংটি ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ধ্বসে পরছে বিল্ডিংয়ের প্লাস্টার।

বর্তমানে পুরো বিল্ডিংটির মধ্যে দেখা দিয়েছে ফাটল। জানা যায় কিছুদিন বাদে বাদে বিল্ডিং থেকে পলেস্তরা খসে খসে পরছে। শনিবার রাতে ব্যারাকে কর্মীরা যখন ঘুমন্ত অবস্থায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলের আইসোলেশন কোচ দেখলেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সমস্ত দপ্তর তাদের নিজের মতন করে সকলকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সব চাইতে বড় দপ্তর হচ্ছে রেল মন্ত্রক।

করোনা মোকাবেলায় রেল তাদের কামরা গুলিতে করোনা আক্রান্তরা যাতে থাকতে পারে তার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য বিশেষ ভাবে কোচ গুলিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সমস্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই কোচ গুলিতে। সেই পরিষেবা সম্পন্ন রেলের কোচ রাজ্যের জন্যও পাঠানো হয়েছে। রেলের এই সহায়তার জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন শিথিল না হতেই বাইক চালকদের দৌরাত্ম্য, লাগাম টানতে কঠোর হচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। সমগ্র দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে লক ডাউন ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথম দফায় ২১ দিনের লক ডাউনের শেষ দিন লক ডাউনের সময়সীমা ৩ মে পর্যন্ত বৃদ্ধির ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। সমগ্র দেশের পাশাপাশি রাজ্যে লাগু রয়েছে লক ডাউন। দ্বিতীয় দফার লক ডাউনের পঞ্চম দিন অর্থাৎ রবিবার রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ নজরদারি চালায়। লক ডাউনের মধ্যে বিনা প্রয়োজনে রাস্তার বের হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কিন্তু একাংশ মানুষ প্রায় প্রতিদিন বিনা প্রয়োজনে নানান অজুহাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে। তাই লক ডাউন যেন সঠিক ভাবে পালন করা হয় তার জন্য রাজধানির একাধিক জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ চেকিং-এ বসে। তাদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আবার যারা তাদেরকে জরিমানা করা হয়। তবে এই দিন বিনা প্রয়োজনে লোকজন

রবিবার আগরতলায় বাইক চালকদের বেপরোয়া গতিবধি রোধ করতে পুলিশের তৎপরতা। ছবি নিজস্ব।

এইদিন যারা বিনা প্রয়োজনে বাইক বা গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে বিনা ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাইক বা গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে তেমন একটা রাস্তায় বের হয়নি। যাদের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে তারাই বাড়ি থেকে বের হয়েছে।

কৈলাসহর সংযোজন ঃ দ্বিতীয় পর্যায়ে লকডাউন চলাকালীন অবস্থায় কৈলাশহর মহকুমার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন ঊনকোটির জেলার পুলিশসুপার রতিরঞ্জন দেবনাথ ও টি এস আর - অষ্টম ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট আইপিএস সঞ্জয় দাস। রবিবার কৈলাশহর মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় কর্তব্যরত পুলিশ ও জওয়ানদের সাথে কথা বলেন জেলা পুলিশ সুপার ও কমান্ড্যান্ট। মূলত লকডাউন চলাকালীন পরিস্থিতিতে পুলিশ প্রশাসনের সাথে সাথে টিএসআর জওয়ানরাও দায়িত্ব পালন করে চলেছে লকডাউনের প্রথম দিন থেকেই। সে ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কি কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৮৯ ▫ ২০ এপ্রিল ২০২০ ইং ▫ ৭ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অভিশাপই যেন আশির্বাদ

অভিশাপ এবং আশির্বাদ দুইটি বিষয় বিপরীত ধর্মী হইলেও অনেক সময় তাহা মানুষের কাছে অতিগ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে। অভিশাপ প্রত্যেকেই মানিয়া নিতে চান না। আশির্বাদই চান মানবকুল সহ সমগ্র জীবজগৎ। প্রকৃতির নীলাখেলায় অভিশাপও অনেক সময় আশির্বাদ হইয়া উঠে। ইহার বাস্তবচিত্র আমাদের সামনে গত কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্কার হইয়া উঠিয়াছে। অতিমারির মাত্রা বাড়িতেছে, দূষণের মাত্রা কমিতেছে। আচম্বিতে এক অসুখ আসিয়া যখন দুনিয়াকে থামাইয়া দিল, তখন সেই সুযোগে নিজেকে খানিস পরিশ্রুত করিয়া লইল ধরিত্রী। তবে দূষণের সহিত নোভেল কোরোনা ভাইরাসের যোগ আরও নিবিড়। গবেষণা বলিতেছে, যে অঞ্চলে বায়ুদূষণ যত অধিক, সেই অঞ্চলে কোভিড-১৯ এ মৃত্যুর হারও তত অধিক। হিসাব জানাইতেছে, সূক্ষকণা দূষণের মাত্রা মাত্র এক একক বৃদ্ধি পাইলেই এই অসুখে মৃত্যুর হার ১৫ শতাংশ বাড়িয়া যাইতেছে। অর্থাৎ নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন অঞ্চলের বায়ু যদি আর একটু পরিশ্রুত হইত, তাহা হইলে শতাধিক প্রাণ রক্ষা পাইত। অতএব, কোভিড-১৯ হইতে সারিয়া উঠিবার পরেও এই পরিচ্ছন্ন বায়ুকে ধরিয়া রাখিবার লড়াই চালাইতে হইবে। এক্ষণে বিশ্ব শোধিত হইয়াছে মানুষের বাধ্যতায়, স্বেচ্ছায় নহে। দুনিয়া ছন্দে ফিরিবার পর দূষণও পুরাতন হারে ফিরিয়া গেলে এই অবকাশের কোনও লাভই পাওয়া যাইবে না। প্রকৃতির শিক্ষাটি অবহেলা করিলে সঙ্কট আরও ঘনাইবে। আধুনিক মানুষ যাহাকে সভ্যতা বলিয়া জানে, তাহা বহুলাংশে প্রকৃতির পরিপন্থী। মানবজগতে উন্নয়নের সংজ্ঞা কেবল নূতন নূতন নির্মাণের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হয়—তাহা যে মূল্যেই হউক না কেন। রাষ্ট্র যেহেতু ‘উন্নয়নবাদী, ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন নামক বিপদটির প্রকৃত মাপ সে বুঝিয়াও বোঝে না। সকলেই হয়তো বিশ্ব উষ্ণায়নকে ‘কাল্পনিক’ ভাবেন না—কেহ কেহ ভাবেন, তাহা অনস্বীকার্য—কিন্তু তাহা লইয়া যে প্রতিনিয়ত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকা জরুরি, ইহাও বুঝেন না। এক অতিমারি আসিয়া সেই সারসত্যটি আর এক বার বুঝাইয়া দিল। প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানাইয়া মনুষ্যজাতির পক্ষে চিকিয়া থাকা অসম্ভব। স্মরণ করা যাইতে পারে, ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাটকের সন্ন্যাসী প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। শেষাবধি এক বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া সংসারে ফিরাইয়া আনে। কোভিড-১৯ এর কল্যাণে সমগ্র মনুষ্যজাতির তদ্রুপ চেনতার উদয় হইবে, ইহাই আশা। যাহা গিয়াছে তাহা গিয়াছে। করোনা ভাইরাস ঘুরপথে আমাদের যে সুযোগ করিয়া দিয়েছে, তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহারই লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রথম কাজ হইবে বায়ুদূষণের মূল উৎসগুলি চিহ্নিত করা, এবং যখন পুনরায় স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হইবে, তখন কীভাবে দূষণের মাত্রাটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহা লইয়া চিন্তা করা। কলকারখানা, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, যানবাহন, যন্ত্রনির্ভর কৃষিক্ষেত্র, বৃহৎ নগরীর ন্যায় স্তম্ভগুলি আমাদের সমগ্র সভ্যতার কাঠামোটিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রই আবার দূষণের মাত্রাও ক্রমশ বৃদ্ধি করিতেছে। অতএব, নীতি-নির্ধারকরা যেভাবে সমাজ-অর্থনীতির দিকটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন, ঠিক সেই গুরুত্বেই স্বাস্থ্যবিধির কথাও ভাবিতে হইবে। ইহার জন্য পরিবেশমুখী নূতন গবেষণা ও উদ্ভাবনের প্রয়োজন, এবং প্রয়োজন রাষ্ট্র, বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা। করোনা ভাইরাস এবং তজ্জনিত লকডাউন হইতে আমাদের মূল শিক্ষা ইহাই—আমাদের অস্তিত্বে প্রকৃতি প্রাতঃস্মরণীয়। উহাকে অবহেলা করা চলিবে না। অভিশাপকে আশির্বাদ হিসাবে গ্রহণ করিয়া নেওয়ার ফলেই পরিবেশ প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে। যাহা জীব জগতের কাছে পরম আশির্বাদ হিসেবে গণ্য হইতেছে।

আজ থেকে নবান্নের নির্দেশ অনুযায়ী পুরোদমে কাজ শুরু হবে পুরসভায়

কলকাতা, ১৯এপ্রিল (হি. স.): করোনা আবহে লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে কলকাতা পুরসভায় শুধুমাত্র জরুরী বিভাগ গুলি চালু ছিল। উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা কাজ করছিলেন বাড়ি থেকে। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা জারির পর ২০এপ্রিল অর্থাৎ আগামীকাল সোমবার থেকে চালু হয়ে যাবে কলকাতা পুরসভার সমস্ত বিভাগ। নির্দেশমতো অফিসে আসতে হবে আধিকারিক ও কর্মীদের। এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন পুর কমিশনার খলিল আহমেদ।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং সমমর্যাদার আধিকারিকদের আগামী সোমবার অর্থাৎ ২০ এপ্রিল থেকে অফিসে কাজ যোগ দিতে হবে। নন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ম্যানেজার বা সমমর্যাদার আধিকারিকদেরও ২০ এপ্রিল থেকে কাজে যোগ দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট মর্যাদার নীচে থাকা আধিকারিক বা কর্মী এবং গ্রুপ সি কর্মীদের ২৫ শতাংশ উপস্থিত থাকতে হবে। কোনওভাবে যেন এর বেশি না হয়, তা দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কন্টোলিং অফিসার বা ডিরেক্টর জেনারেলকে।

সেই পরিস্থিতিতে রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশমতো কলকাতা পুরভবনেও কর্মীদের আসতে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। একদিন অন্তর একদিন কর্মীদের অফিসে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে। উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথম দিন যে ২৫শতাংশ কর্মী কাজ করবেন তারা ঠিক তার ঠিক পরের দিন ছুটিতে থাকবেন সেদিন কাজ করবেন অন্য ২৫ শতাংশ কর্মী। এইভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কাজ করানো হবে কর্মীদের দিয়ে। বিভাগীয় কর্তাদের এব্যাপারে সোমবার একটি রোস্টার তৈরি করে নিতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে, স্বাস্থ্য, জঞ্জাল সাফাই, জল সরবরাহ, আলো, সিভিল, উদ্যান, সমাজকল্যাণ বিভাগের কর্তা-আধিকারিকরা যেভাবে জরুরিকালীন পরিষেবা দিয়ে চলেছেন, তা বজায় থাকবে। এব্যাপারে নতুন করে আর কোনও সিদ্ধান্ত নয় বলেই জানিয়েছেন পুর কমিশনার। নবান্নের তরফেও এ বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করে দেওয়া হয়েছে এই কথা জানিয়ে পুর কমিশনার বলেন, সরকারি নির্দেশানুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ করা হবে। কীভাবে কর্মীরা কাজ করবেন, একদিন অন্তর কারা কারা আসবেন তা সবই মেয়রের সঙ্গে কথা বলে স্থির করা হয়েছে। সেই মত এই সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন পুর কমিশনার খলিল আহমেদ।

তবে এই অবস্থায় পরিবহন বন্ধ থাকায় জন্য চুক্তিভিত্তিক কর্মী ও নিচু স্তরের কর্মীরা কিভাবে অফিসে আসবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। এ বিষয়ে খলিল আহমেদের বক্তব্য, যাদের আসতে বলা হয়েছে তারা চাইলে নিজেরা গাড়ি ভাড়া করে অফিসে আসতে পারে। যেহেতু অফিসের কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে তাই কাউকে আসতে বারণ করা যাবে না। অন্যদিকে ইউনিয়ন গুলির মতে, অফিস যাকে যেমন ডিউটি দিয়েছে সংশ্লিষ্ট সেই ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে অফিস নিয়ে আসা এবং অফিস শেষে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের। তবে বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যাঁদের আসতে বলা হচ্ছে, তাঁদের জন্য কিছু গাড়ির ব্যবস্থা পুর সচিবালয় থেকে করা হচ্ছে।

করোনা আতঙ্কে কোয়ারেন্টাইনে এসএসকেএমের ১৪ জন চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মী

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি স):করোনা আতঙ্কের মাঝেই ফের আতঙ্ক। করোনা আতঙ্কে এবার কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হল এসএসকেএমের ১৪ জন চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মী।

হাসপাতাল সূত্রে খবর,কিছুদিন আগে এসএসকেএম হাসপাতালে এসেছিলেন এক রোগী। পরীক্ষা করায় তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। পরবর্তীতে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। এরপর এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয় তাঁর। কিছুদিন পর মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পরই ওই মৃত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসায় কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালের ৮ জন চিকিৎসককে।তাছাড়াও ৬ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে পাঠানো হয়েছে

তবলীগী জামাতের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল ?

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

> **করোনা রোধে সরকারকে সাহায্য করা তো দূরের কথা। উল্টে কুসংস্কার প্রচার করে গিয়েছেন মৌলানা সাদ। যার কারণে সমস্ত জামাতিদের শরীরে করোনা সংক্রমিত হয়েছে।করোনা বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল মৌলানা সাদের কান্ডজ্ঞানহীনতার জন্য তা ধাক্কা খেয়েছে।দেশবাসীর সামনে এসে নিজের মুর্খামি ও হঠকারিতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার সাহসটুকু নেই সাদের। আসলে, তিনি দেশের এক নম্বর শত্রু। তার তত্ত্বাবধানে নিজামউদ্দিন মরকজে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। যা ভারতের করোনার বৃহত্তম হট স্পট হয়ে ওঠে।**

দেশকে করানোর জালে ফাঁসানোর চক্রান্তকারী তবলীগী জামাত নেতা মৌলানা সাদ এর আসল স্বরূপ গোটা দুনিয়ার সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। নিজেকে ইসলামের বিশেষজ্ঞ হিসেবে দাবি করা মৌলানা সাদ দুর্নীতি ও দেশবিরোধী কাজে আকন্ঠ ডুবে রয়েছেন।ইসলামের মৌলবাদ প্রচার ও প্রসারের নাম করে হাওয়ালের মাধ্যমে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এখন তার আসল রূপটি বেরিয়ে পড়েছে। নিজামউদ্দিন মরকজের তাবলীগী জামায়াতের নেতা মৌলানা সাদ ও পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয় বা আর্থিক জালিয়াতির মামলা দায়ের করেছে এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি হাওয়ালার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের কিছু অংশ নিজামুদ্দিন অঞ্চলে নতুন মসজিদ তৈরি করতে খরচ করেছেন এবং বাকি অর্থ দিয়ে নিজের অনুগামীদের সঙ্গে ফূর্তি করেছেন।

লক্ষণীয় হল তিনি যদি সত্যিই সৎ হতেন তবে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতেন। কিন্তু তিনি পালিয়েছেন। এক ধর্মীয় নেতার থেকে কি এই ধরণের আচরণ কাম্য করা যায়? তবে সমস্ত নোংরামি করেও মুসলমানদের চোখে ধুলো দিয়ে তবলীগী মরকজের একচ্ছত্র নেতা হিসাবে থেকে গিয়েছেন। মৌলানা সাদের মতো লোকরা মুসলমান সমাজের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করে চলেছে। কারণ তার দীক্ষা সমাজকে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী শিক্ষায় এরা শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। নিজামুদ্দিন জামাতের সময় এই ধরনের মৌলানাদের কুকীর্তি ছবি ইউটিউবে প্রকাশ পেয়েছে। করোনা রোধে সরকারকে সাহায্য করা তো দূরের কথা। উল্টে কুসংস্কার প্রচার করে গিয়েছেন মৌলানা সাদ। যার কারণে সমস্ত জামাতিদের শরীরে করোনা সংক্রমিত হয়েছে।করোনা বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল মৌলানা সাদের কান্ডজ্ঞানহীনতার জন্য তা ধাক্কা খেয়েছে।দেশবাসীর সামনে এসে নিজের মুর্খামি ও হঠকারিতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার সাহসটুকু নেই সাদের। আসলে, তিনি দেশের এক নম্বর শত্রু। তার তত্ত্বাবধানে নিজামউদ্দিন মরকজে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। যা ভারতের করোনার বৃহত্তম হট স্পট হয়ে ওঠে। এতে গোটা বিশ্বের জামাতিরা একত্রিত হয়েছিল।কেউ বলছে ১২ হাজার তো কেউ বলছে ৭ হাজার। তাদের মধ্যে কয়েক শো জন করোনা আক্রান্ত হয়। কিন্তু মৌলানা সাদ বলে গিয়েছেন করোনায় মরতে হলে মসজিদের চেয়ে ভাল জায়গা আর কিছু হতে পারে না। এটা কি তার বোকামি ছিল নাকি বা সারা দেশে করোনার ছড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত? এটি তদন্ত করলেই জানা যাবে।

মৌলানা সাদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা হওয়ার আগে হত্যাকাণ্ড ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করা হয়। তবলীগী জামায়াত কর্মসূচিতে অংশ করার পর করোনায় আক্রান্ত হয়ে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন। এর পরেই পুলিশ এই মামলা দায়ের করেন। সরকারি নির্দেশিকা বর্ণিত সামাজিক দূরত্বের কথা অগ্রাহ্য করেই সাদ করোনা পরিস্থিতিতে দেশ-বিদেশ থেকে নিজের অনুগামীদের মরকজে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিল। মৌলানা সাদ যখন করোনা সংক্রমণকে উপেক্ষা করে কর্মসূচি চালাচ্ছিল। তখন দিল্লির কাশ্মীরি গেটের শিয়া জামে মসজিদে নামাজ পাঠ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর ইমাম মাওলানা মহম্মদ মহসিন তাকী জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসরণ করে আমরা প্রথমে করোনার ভাইরাস প্রতিরোধে এই মসজিদে যাতে করে সামাজিক দূরত্ব বা সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স বজায় থাকে সেই জন্য নামাজ পাঠ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই মসজিদে কেবল ইমাম ও মুইজিনরা নামাজ পড়ছেন। এখানে মুইজিনরা লাউড স্পিকারে আজানও দেয় না। এরা কি মুসলমান নয়? শিয়া জামে মসজিদের মতো দিল্লির ঐতিহাসিক জামা মসজিদও সামাজিক দুরত্বের নিয়ম মেনে মসজিদের ভেতর নামাজপাঠ বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন থেকে এখানে নামাজ পাঠ কেবল ইমাম এবং মসজিদের মুইজিনরা পড়েন। এখানে তো ১৬৫৭ থেকে দিল্লির লোকেরা নিয়মিত নামাজ পাঠ করে থাকেন। ইদ উল জুহাকে উদযাপনের করোনা থেকে সতর্কতা হিসেবে নামাজপাঠ বন্ধ ছিল জামা মসজিদে। কিন্তু মৌলানা সাদের মানসিকতা সৎ নয়। তিনি ভারতকে কবরস্থানে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার উপর আঘাত করতে চেয়ে ছিলেন।এখন ধরা যাক ইডির তদন্তের পরে মৌলানা সাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হল। এখন তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। জাতীয় স্বার্থে এবং দেশের কুড়ি কোটি মুসলমানের স্বার্থে তাকে বাঁচতে দেওয়াও উচিত নয়। এ জাতীয় পাপীরা কঠোর শাস্তি পেলেই সমাজের ভাল হয়। এ দেশে সাদের মতো ব্যক্তির জায়গা কেবল মাত্র কারাগার হতে পারে।. তিনি নিজের অনুগামীদের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি কখনও তবলীগী মরকজের সাথে যুক্ত মানুষকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার বা আলোকিত করার চেষ্টা করেননি।সাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁর অনুগামীদের অন্ধকারে রাখা। তিনিও এতে সফল ছিলেন। দুঃখের বিষয় এইরকম লোকেদের জন্য কথিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা অবস্থান নেন। মোমমুটি ব্রিগেডও এই বিশ্বাসঘাতকের বিরুদ্ধে নীরবতা পালন করে চলেছেন। তাদের এই আচরণের ধিক্কার জানাই। এর মধ্যে অনেক বড় বড় রাজনীতিবিদও রয়েছেন।

দুঃখের বিষয় হল, আল-কায়দার মত সন্ত্রাসবাদি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ সত্বেও ভারতে খুব সহজেই নিজেদের জাল বিস্তার করে গিয়েছে তবলীগী জামাত।আমেরিকাতে ৯/১১ সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত কিছু আল কায়দার সন্ত্রাসীরও তবলীগী জামায়াতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল।অতীতে, তবলীগী জামায়াতের অনেক সদস্যকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেও পাওয়া গেছে। লন্ডন মেট্রো বিস্ফোরণে জড়িত সন্ত্রাসীদের মধ্যে জামাতিও ছিলেন। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের তবলীগী জামাতিরা ভারতে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আরও জানা গিয়েছে যে হরকাত-উল-মুজাহিদিনের সঙ্গেও তবলীগী জামাতের সম্পর্ক রয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না যে ১৯৯৯ সালে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান নেপালের কাঠমান্ডু থেকে অপহরণ করে আফগানিস্তানের কান্দাহারে নিয়ে গিয়েছিল হরকাত-উল-মুজাহিদিন।

মৌলানা সাদ সম্পর্কে আরো জানা গিয়েছে যে তার তবলীগী জামাতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা। নিজামুদ্দিন মরকজ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গারাও ছিল। বর্তমানে এদের খোঁজ করছে পুলিশ। ফলে ভারতে করোনা ছড়ানোর মূল চক্রান্তকারীর সাদ ফেঁসে গিয়েছেন।তার জায়গায় এখন জেলের ভেতর হওয়া উচিত।

(লেখক কলম্নিস্ট ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

জীবনের সন্ধানে ছ’টি চরিত্র

শোভনলাল চক্রবর্তী

> বাজার আসলে এক যন্ত্র, যার যন্ত্রী হলো রাষ্ট্র। চলতি বিশ্বায়ন নির্ভর অর্থনীতির অবয়ব আগামী এক দুই মাসে পাল্টে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বর্তমানে গোটা পুঁজিবাদ ব্যবস্থাটাই চরম সংকটের মুখে। চারদিকে দ্বিধা, কুণ্ঠা, সংশয়, দ্বন্দ, ভয়। এটাই তো সময় সৃষ্টির উষালগ্নের, পালাবদলের সন্ধিক্ষনের। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য তো সার্বিক কল্যাণ। তা সে যে রাস্তা ধরেই আসুক। কি মনে হচ্ছে অসম্ভব? ইতিহাস কিন্তু সাক্ষী, এই সব কিছুর। জীবন খুঁজে পেতে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। আমাদের ছ’টি চরিত্র তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

লকডাউন বাড়ছে। মাস মাইনে বন্ধ। মানুষ খাবে কি? কে দেবে জীবনের সন্ধান? আসুন প্রথমেই চরিত্রগুলোর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক। পিন্টু, অটোচালক। প্রথমে একটা অটো চালাত, তারপর সেখান থেকে বেড়ে এখন ওর চারটে অটো। সোমপ্রকাশ, গৃহশিক্ষক। প্রথম দিকে বাড়িতে গিয়ে গিয়ে পড়াতো, এখন নিজের বাড়িতেই ব্যাচে পড়ায়। অজয়, সেলসম্যান। বিভিন্ন দোকানে কোম্পানির মাল পৌঁছে দেয়। নাড়ু, দোকানদার। প্রথমে চা, বিস্কুট, সিগারেট দিয়ে শুরু করে এখন অল্প পুঁজিতে মুদির দোকান চালায়। বাপি, ছোট ব্যবসাদার। গড়িয়াহাটে ফুটপাথে জামা কাপড়ের দোকান। বর্ণালী, ছোট একটা প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার। আজ এরা সবাই, না করোনা নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকে আক্রান্ত। অনেক পরিশ্রম করে এরা এদের বেঁচে থাকাটাকে একটু মসৃন করেছিল। বিশ্বায়নের হাওয়া এদের নৌকোর পালেও লেগেছিল। ফলে এরা এদের নিজেদের আর্থিক সীমার বাইরে পা রেখেছিল খানিকটা সাহস করে। যেমন পিন্টু তার মেয়েকে ভর্তি করেছে বাইপাসের ধরে এক বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। স্বপ্ন, মেয়েচা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। বাবা হিসাবে এই স্বপ্ন তো সবাই দেখেন। একটু বাড়িতি পরিশ্রম করে পিন্টু স্কুলের মাইনেটা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সোমপ্রকাশ ইএমআই-এর সহজ জটিলতায় পা বাড়িয়ে কিনে ফেলেছে একটা বাইক, আর বর্ণালী কিনে ফেলেছে একটা স্কুটি। এখানে ওখানে যাওয়ার সুবিধা। কাঁহাতক ভালো লাগে ভিড় বাসের রোজকার ধাক্কাধাক্কি। ছেলেমেয়ে যেন বড় হয়ে তাঁদের মতো স্বল্প রোজগেরে না হয়, তার জন্য বেশি মাইনের গৃহশিক্ষক বা স্পোকেন ইংলিশ কোর্স বা কম্পিউটার কোর্সেও ভর্তি করে দিয়েছে অনেকে। আর বৃদ্ধ বয়সের ভবিষ্যৎ পোক্ত করার তাগিদে এলআইসি-র কোনও ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ফাটা বাঁশে পা দিয়ে বসে আছেন। প্রতি মাসের আয়ের টাকায় খুব সাবধানে ভারসাম্য রেখে এঁদের চলতে হয়। অধীরে আগ্রহে এরা দিন গোনেন মাসটা শেষ হওয়ার জন্য। সরকার বাহাদুর নিশ্চিতরূপে জানেন অর্থনীতির চাকাটা সচল রাখতে এদেরও কিন্তু এক ছটাক পরিমান হলেও ভূমিকা আছে। এখন সেই কথা কি অস্বীকার করা চলে? সকলের মতো এঁরাও কিন্তু এখন ঘরে বসে আছেন। এবং রোজগারহীন। এঁদের কি হবে । এঁরা কিন্তু চল্লিশ টাকা দামের মিনিকেট চালের সরু অভ্যাসে এখন অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। অব্যাস এঁদের এতই খারাপ হয়ে পড়েছে যে, মোটা চালরে ভাত খেলে এদের উদরে বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। ডালের পাশে একটুকরো মাছ অছবা কয়েক টুকরো মাংসের সবাটি অবস্থান এখন আর এদের কাছে কিন্তু বিলাসিতা মনে হয় না। যেমন বিলাসদ্রব্য মনে হয় না দশ-পনেরো হাজারের স্মার্টফোন। এখন কথা বল, মাসখানেক জুড়ে লকডাউন চললে এদের ব্যাংকে কি এত সঞ্চয় আছে যে মাসের পর মাস সংসারের জোয়াল বয়ে নিয়ে যেতে পারবেন? বারবেন দামি ওষুধের বিনিময়ে অসুস্থ বাবা মায়ের সুস্থতা কিনতে? হয়ত শেষ ঋণ করতে হবে। সেও তো পরে শোধ করতে হবে। এতো আর্থিক চাপ তাঁদের সীমিত রোজগার সহ্য করতে পারবে? এদেরতো অধিকাংশ অর্থ খরচ হয়ে যায় সংসার, ওষুধপত্র, ইএমআই, ছেলে মেয়ের স্কুল টিউশন খাতে। এবার দেখা যাক বৃহত্তর স্বার্থে সরকার কি করলেন।

করোনা খাতে এক লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ সরকার ঘোষণা করেছে। এই সাহায্য আমাদের দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত কি না সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। এই সাহায্যের মধ্যে রয়েছে উজ্জ্বলা গ্রাহকরা, কৃষকরা, করোনা চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত মানুষ, একশ দিনের কাজের মজুরি বৃদ্ধি এবং দরিদ্রদের জন্য অন্ন যোজনা। প্রথমত, এই সাহায্য গুলো শেষ লোকটার কাছে পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত হবে কি করে? আমাদের ঘূণ ধরা রেশন ব্যবস্থার ওপর নির্ভির করে এত বড় কর্মসূচি দেশজুড়ে প্রয়োগ এক কথায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, রেশন থেকে চাল নামক যে দ্রব্যটি গরিবের ব্যাগে ঢোকে তার চেহারা আমাদের নেতা নেত্রীরা চোখে দেখেছেন বলে মনে হয় না। যাই হোক ওই ‘সুখাদ্য’ খেয়েই না হয় এযাত্রায় হতদরিদ্র মানুষ বেঁচে গেল। কিন্তু আমাদের ছয় চরিত্রের কি হবে? এদের পাশাপাশি আছেন এক বিপুল সংখ্যক শ্রমিক যারা উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। নোটবন্দি ও জিএসটি-র জোড়া ফলায় উৎপাদনে এমনিতেই চলছিল ভাঁটা। শ্রমিকরা সময় মত মাইনে পাচ্ছিলেন না। তাতে অবশ্য মালিক পক্ষের বিদেশ যাত্রা বা বড় কর্তাদের নতুন মডেলের গাড়ি কেনা ব্যহত হয়নি। এরপর বন্ধ হল চিন থেকে সস্তার কাঁচা মালের যোগান। মুখ থুবড়ে পড়ল উৎপাদন, লকডাউন ষোলকলা পূর্ণ করল। শ্রমিকদের মাইনে বন্ধ। মালিক পক্ষ যে যার ফার্ম হাউসে ফুর্তিরত। কোম্পানির হাতে গোনা দু’চার প্রভু ভক্তের একাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে টাকা। বাকিদের জন্য কাঁচকলা। এমন অবস্থায় খিদে অসহ্য হয়ে উঠলে শেষ পর্যন্ত মান সম্মান খুইয়ে ওই অন্ন যোজনার লাইনে গিয়ে হয়ত দাঁড়াতে হবে এঁদের। এমন অবস্থায় এদের কে উদ্ধার করবে? সমাজে সুবিধা যাদের হাতে থাকে, তারা সেই সুবিধা টিকিয়ে রাখার জন্য লড়ে যাবে, এটা স্বাভাবিক। সেই ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে, সেই সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজটা রাজনীতির। দুনিয়াব্যাপী রাজনীতি সেই জনমত তৈরির কাজে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনীতির মোড় ফেরাবার সুযোগ ইতিহাসে মাঝেমধ্যে আসে—আজ আমাদের সামনে সেই সুযোগ এসেছে। ধনতন্ত্রের অবৈধতা এমন স্পষ্টভাবে শেষ করে ফুটে উঠেছে মনে পড়ে না। প্রশ্ন হল, এই সুযোগটা কিভাবে ব্যবহার করবে তারা, যাদের মাস মাইনে বন্ধ, ভাঁড়ারে চাল বাড়ন্ত? যেমন চলছে তেমনি চলতে দেবে—শুধু আর একটু দাবিদাওয়া আদায়ের চেষ্টা করবে,নাকি তর্জনী তুলে বলবে—রাখো তোমাদের মিথ্যা বৃদ্ধির হার, সবার আগে উৎপাদনের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা হোক। হেরে যাওয়ার যাদের ভবিতব্য বলে ধরে নিয়েছি, ভাগ্যের চাকা একটু এদিক ওদিক হলে আমরা সবাই যে সেই দলেই এটা বোঝার সময় এসেছে। ধনতন্ত্রের অন্তহীন ভয়াবহতা যে আসলে তার বন্টনের অসাম্য—এ কথা আজ না বুঝলে আর কবে বুঝবে? আজ দেশের সংকটকালে রাষ্ট্রকেই এগিয়ে এসে হাল ধরতে হবে। প্রয়োজনে নিত্যদিনের চাহিদা মেটানোর জন্য ফিরতে হবে সমবায় চাষ ব্যবস্থায়। গণবন্টন ব্যবস্তা সুদৃঢ়, করে খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানি পৌঁছে দিতে হবে ঘরে ঘরে। পরিষেবা, বীমা নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার। সে ক্ষেত্রে অতি আবশ্যক লকডাউন চলাকালীনও সচল থাকবে উৎপাদন প্রক্রিয়া। প্রতি পরিবার থেকে সুস্থ সবল, কর্মক্ষম সদস্যকে দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় জুড়তে হবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে। রাষ্ট্রে সাহায্যে তাদের বসবাসের ব্যবস্তা করা যেতে পারে কোনও কমিউনিটি সেন্টারে। পুরো ব্যবস্থাপনা এক বিশেষ ধরনের আর্থ-সামাজিক গঠন ব্যবস্থার কথা নির্দেশ করে, যেখানে সর্বময় কর্তা সরকার আর তার মূল চালাকাশক্তি যুথবদ্ধভাবে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী। বাজার আসলে এক যন্ত্র, যার যন্ত্রী হলো রাষ্ট্র। চলতি বিশ্বায়ন নির্ভর অর্থনীতির অবয়ব আগামী এক দুই মাসে পাল্টে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বর্তমানে গোটা পুঁজিবাদ ব্যবস্থাটাই চরম সংকটের মুখে। চারদিকে দ্বিধা, কুণ্ঠা, সংশয়,দ্বন্দ, ভয়। এটাই তো সময় সৃষ্টির উষালগ্নের, পালাবদলের সন্ধিক্ষনের। কল্যাণকামী রাষ্ট্রে লক্ষ্য তো সার্বিক কল্যাণ। তা সে যে রাস্তা ধরেই আসুক। কি মনে হচ্ছে অসম্ভব? ইতিহাস কিন্তু সাক্ষী, এই সব কিছুর। জীবন খুঁজে পেতে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। আমাদের ছ’টি চরিত্র তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবিবার রাধানগর এলাকার বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে সীমনা হাতিছড়া এলাকায় দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত ২ হাজার ৪৫৬ জন, মৃত্যু ৯১

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৯।। বাংলাদেশে বর্তমানে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ২ হাজার ৪৫৬ জন। গত ২৪ ঘন্টায় আরও ৩১২ জন আক্রান্ত হয়েছেন।গত ২৪ ঘন্টায় দেশে আরও ৭ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯১। এ ছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন আরো ৯ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭৫ জন।

রবিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে নিজ বাসা থেকে যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রী জাহিদ মালেক এ তথ্য জানান।অধিদপ্তর থেকে অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন, স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা। এ সময় পরিচালক (এমআইএস) ডা. হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী জানান, গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ১৯টি পরীক্ষাগারে ২ হাজার ৬২৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে ২৩ হাজার ৮২৫ জনের। এতে ২ হাজার ৪৫৬ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে।জাহিদ মালেক বলেন,করোনায় আক্রান্ত হয়ে যারা ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) ভেন্টিলেটর মেশিনে চিকিৎসা নিয়েছেন, এমন ৯ জন রোগীর মধ্যে ৮ জনই মারা গেছেন। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়নি। তবে অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সাড়ে ৩ হাজার অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনতে আদেশ দেয়া হয়েছে। সারাদেশে ১০ হাজার অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুদ রয়েছে।

করোনার বিস্তাররোধে সবাইকে বাড়িতে থাকার এবং স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, করোনার ঝুঁকি এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায়ের নির্দেশনা থাকলেও তা পালন হচ্ছে না। লকডাউন সঠিকভাবে পালন হচ্ছে না। আক্রান্ত লোকজন নতুন নতুন এলাকায় যাচ্ছেন। ফলে, ওইসব এলাকার লোকজনও আক্রান্ত হচ্ছেন। এতে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বেড়ে যাচ্ছে।

করোনা যুদ্ধে মূলমন্ত্র ঘরে থাকা উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন,পরীক্ষার সংখ্যা বাড়াতে হবে, ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ঘরে থাকতে হবে। একটু কষ্ট করে ঘরে থাকুন, তাহলে আমাদের জয় আসবেই। সরকারি হাসপাতাল গুলোর পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল গুলো এগিয়ে এসেছে। এরমধ্যে দুটি হাসপাতালকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। নতুন করে কয়েকটি সরকারি হাসপাতালকেও প্রস্তুত করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভাগীয় শহরে করোনার জন্য নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রসহ (আইসিইউ) হাসপাতাল প্রস্তুত করা হয়েছে, জেলা শহরগুলোকেও প্রস্তুত করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত হওয়া ৩১২ জনের মধ্যে ৬৬ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৪ শতাংশ নারী। তাদের মধ্যে ঢাকায় রয়েছে ৪৪ শতাংশ, নারায়ণগঞ্জে ৩১ শতাংশ বাকি ২৫ শতাংশ সারাদেশের। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঢাকার পরেই রয়েছে নারায়ণগঞ্জ।তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুবরণ করা ৭ জনের মধ্যে ৫ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী। তাদের মধ্যে ৩ জন ঢাকার এবং ৪ জন নারায়ণগঞ্জের।

সাম্প্রদায়িক উসকানি : বিধায়ক আমিনুলের আরও ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজত

গুয়াহাটি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : ধিঙের এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে আরও ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছেন কামরূপ মেট্রো চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। আজই তাঁকে নগাঁও জেলা কারাগার থেকে গ্রেফতার করে গুয়াহাটিতে কামরূপ মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করেছিল সিআইডি।

সিআইডি সাতদিনের জন্য বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে নিজেদের জিম্মায় চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু আদালত তাদের আবেদনে সম্মতি না দিয়ে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, সিআইডি আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে ০৫/২০ নম্বরে পৃথক এক মামলা রুজু করেছিল।

বিধায়ক আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে নগাঁও পুলিশ ৮৭৭ / ২০২০ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০ বি / ১৫৩(এ) / ১২৪(এ) / ২৯৫(এ) ধারায় মামলা রুজু করেছিল। গত ৯ এপ্রিল আদালতে জামিন চেয়ে আবেদন করেছিলেন আমিনুল। কিন্তু তাঁর আবেদন নাকচ করে দিয়ে তাঁকে কারাগারের ভিতরে কোয়ারেন্টাইনে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল নগাঁও আদালত। ওই মামলার শুনানির দিন আদালত ১৮ এপ্রিল ধার্য করেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক অপপ্রচারের দায়ে গত ৭ এপ্রিল তাঁকে গ্রেফতার করেছিল মধ্য অসমের নগাঁও জেলা পুলিশ। কোভিড-১৯ সংক্রমণ এবং দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাত-কাণ্ডের পর সোশাল মিডিয়ায় লাগাতার বিতর্কিত পোস্ট করছিলেন আমিনুল। এগুলি আপত্তিকর ছিলই, কিন্তু তাঁর সর্বশেষ এক অডিও ক্লিপ পুলিশের হস্তগত হলে সক্রিয় হয়ে ওঠে রাজ্য প্রশাসন।

অসম পুলিশের হাতে যে অডিও ক্লিপ এসেছে তাতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সতর্ক করে বিধায়ক আমিনুল বলেছেন, 'ডিটেনশন ক্যাম্প থেকেও ভয়ংকর কোয়ারেন্টাইন সেন্টার। কোয়ারেন্টাইনের নামে করোনা ভাইরাসের ইঞ্জেকশন দিয়ে মারার পরিকল্পনা করছে সরকার।...' তাই তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কোনও সহযোগিতা না করতে তবলিগ-ই জামাত-ফেরত মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন। অডিওয় তিনি আরও বলেছেন, নিজামউদ্দিন থেকে আগত করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত জাগিরোডে তিন রোগীকে কোনও পরীক্ষা না করেই স্বাস্থ্য বিভাগ তাঁদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত বলে ঘোষণা করেছে। এমন-কি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে সুস্থ মুসলমানদের হয়রান করা হচ্ছে বলেও অপপ্রচার চালাচ্ছিলেন সংখ্যালঘু এই নেতা। কেবল তা-ই নয়, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা গিয়েছেন তারা আর ঘুরে আসবেন না বলেও সহজ-সরল মুসলমান সমাজকে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছেন বিধায়ক আমিনুল ইসলাম।

এদিকে অডিও ক্লিপ পুলিশের হাতে পৌঁছামাত্র ৬ এপ্রিল রাতে ধিঙে তাঁর বাড়িতে হানা দেয় নগাঁও পুলিশ। রাতেই বাড়ি থেকে তাঁকে নগাঁওয়ে পুলিশ গেস্ট হাউসে নিয়ে আসা হয়। রাত দুটো পর্যন্ত বিধায়ক আমিনুলকে জেরা করেন পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। অডিওয় তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর, তা স্বীকার করার পর পরের দিন ৭ তারিখ ভোররাতে কয়েকটি ধারা বলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

আজ গুয়াহাটিতে মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে তোলার আগে সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আমিনুল বলেন, 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলছে। অখিল গগৈয়ের মতো আমাকেও টার্গেট করেছে সরকার। এভাবে গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করাচ চেষ্টা চলছে। আমিও চেয়েছিলাম কোয়ারেন্টাইনে যাব। আমি নিজেও বহু মানুষকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠিয়েছিলাম।'

ভারতীয় গনমাধ্যমে কর্মরত বাংলাদেশের সাংবাদিকদের পিপিই দিল জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৯।। বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয় মিডিয়ার সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) দিয়েছেন জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইমক্যাব) এর সহ-সভাপতি ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) এর নির্বাচিত সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদের কাছে তিনি পিপিই হস্তান্তর করেন।এ সময় ইমক্যাবের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সবুজ, কোষাধ্যক্ষ মাছুম বিল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মীর আফরোজ জামান, নির্বাহী সদস্য আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া ও আবু আলী এবং হিন্দু মহাজোটের যুগ্ম মহাসচিব সুমন দে উপস্থিত ছিলেন।

পিপিই গ্রহণ করে ইমক্যাবের সহ-সভাপতি ও ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ বলেন, এসব পিপিই মহামারি করোনার এই সময়ে ভারতীয় মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনে ব্যক্তিগত সুরক্ষার কাজ করবে।এতে সাংবাদিকরা আরো গুরুত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। সাংবাদিক নেতা কুদ্দুস আফ্রাদ ঢাকাসহ সারাদেশের সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী দেয়ার জন্য সামর্থবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিরাপত্তায় করোনার সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রভাগে থেকে কাজ করছে সাংবাদিকরা।কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য আজও আমাদের দেশের সাংবাদিকরা অরক্ষিত।এখন পর্যন্ত সরকার বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আমাদের কোন সহায়তা করেনি।আমরা সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য দাবি জানাই।

জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক বলেন, বর্তমান মহা বিপর্যয়ের সময় সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ কণ্ডে তাদেও পেশাগত দায়িত্ব পালন করছে। আজ আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরাও করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।তারা যেভাবে কাজ করছে ,তাতে আমার মনে হয়েছে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে তারাই রয়েছে।এ জন্য তাদের নিরাপত্তা আগে দরকার বলে আমার কাছে মনে হয়েছে।সাংবাদিকরা যাতে তাদের নিজ নিজ নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করতে পারে সেজন্য আমার ব্যাক্তিগত তহবিল থেকে পিপিই প্রদান করে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করলাম।

ইমক্যাবের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সবুজ বলেন, আমাদের এই দুঃসময়ে পিপিই প্রদান করে জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ইমক্যাবের সকল সদস্য তা আজীবন স্মরন রাখবেন বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে ধর্মীয় নেতার জানাজায় জনস্রোত: পুলিশ সদর দপ্তরের তদন্ত কমিটি গঠন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৯।। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েব-ই-আমিরের জানাজায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলায় ব্যাপক জনসমাগমের ঘটনায় রবিবার তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে পুলিশ সদর দপ্তর।বিষয়টি নিশ্চিত করে পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (মিডিয়া) সোহেল রানা জানান, এ ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সরাইল সার্কেল) মাসুদ রানাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার বেড়তলা গ্রামে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে জানাজায় লোকসমাগমের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে না পারায় শনিবার রাতে সরাইল থানার ওসি শাহাদত হোসেন টিটুকে প্রত্যাহার করা হয়।প্রসঙ্গত, শনিবার সকালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের সিনিয়র নায়েবে আমীর মাওলানা জুবায়ের আহমদ আনসারীর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় তার প্রতিষ্ঠিত সরাইলের জামিয়া রহমানিয়া বেড়তলা মাদরাসায় অনুষ্ঠেয় এ নামাজে জানাজায় প্রায় লাখো মানুষ অংশ নেন।

বরাক সফরে রাজ্যের তিন মন্ত্রী, দিলেন বহু নির্দেশিকা

শিলচর (অসম), ১৯ এপ্রিল (হি.স) : কেভিড-১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে বরাক উপত্যকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে আজ রবিবার অসমের তিন মন্ত্রী তিন জেলা সফর করেন। তিন মন্ত্রী কৃষি ও পশুপালন দফতরের অতুল বরা, ভূমি সংরক্ষণ এবং খনিজ দ্রব্য মন্ত্রী কেশব মহন্ত, খাদ্য, অসামরিক সরবরাহ ও গ্রাহক সম্বন্ধীয় মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী। আজ তাঁরা কাছাড়, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলার জেলাশাসক সহ বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা সাংবাদিকদের জানান, কেভিড-১৯-এর করাল গ্রাসে সমগ্র অসমে সব ক্ষেত্রে কিছু না কিছু প্রভাব পড়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের প্রতিটি জেলার সরজমিনে পর্যালোচনা করতে বের হয়েছেন তাঁরা। সংকটের এই সময় যাতে কোনও অসাধু ব্যবসায়ী, এমন-কি কোনও আধিকারিককে যদি অনিয়মে পাওয়া যায় তবে রেহাই দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে প্রত্যেক জেলাশাসককে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। কৃষি মন্ত্রী অতুল বরা জানান, কাছাড় জেলার ৪০০ জন প্রগতিশীল কৃষকের জন্য রাজ্য সরকার সব ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই আনুমানিক ১.২০ কোটি টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

খাদ্য, অসামরিক যোগান ও গ্রাহক সম্বন্ধীয় মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী বলেন, পিএমজিকেএওয়াই প্রকল্পের অধীনে এপ্রিল মাসের অতিরিক্ত চাল ডিলার মারফত গ্রাহকদের কাছে পৌঁছনোর কাজ চলছে। এক্ষেত্রে কোনও ধরনের কারচুপি বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনিও। কোনও ডিলারকে অনিয়মের সঙ্গে জড়িত পেলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান তিনি। একই সঙ্গে

ছয়ের পাতায়

কামরূপ মেট্রো জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পত্রিকা হকারদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

গুয়াহাটি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : কামরূপ জেলা প্রশাসন ও ফিডিং ইন্ডিয়া নামের এক বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে রবিবার পত্রিকা হকারদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের জন্য কর্মহীন হয়ে পড়েছেন মহানগরের পত্রিকা হকাররা।

কর্মহীন প্রায় ৬০০ হকারের দুর্দিনে তাঁদের সহায়তায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করার পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন ও ফিডিং ইন্ডিয়া নামের সংস্থাটি। এর সাথে সঙ্গতি রেখে রবিবার মালিগাঁওয়ের প্রায় ৬০ জন পত্রিকা হকারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানুষকে ঘর থেকে বের না হতে নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এতে করে খেটে খাওয়া পত্রিকার হকাররা বেকার হয়ে পড়েছেন। উল্লেখ্য, লকডাউনের এই সময় বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন পত্রিকা হকাররা। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে অনেক গ্রাহক খবরের কাগজ সংগ্রহ করা বন্ধ করার পরই হকারদের মধ্যে হাহাকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পত্রিকা হকার সংস্থার সভাপতি দিলীপ বর্মণ জেলা প্রশাসনের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে গুয়াহাটিতে কর্মরত ও লকডাউনের ফলে ঘরে ফিরতে না পারা হকারদেরকেও পরবর্তী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করা হবে।

আজকের খাদ্য সামগ্রী বিতরণের সময় অতিরিক্ত জেলাশাসক রাতুল পাঠক, জালুকবাড়ির এসিপি জয়ন্ত বরুয়া, ডিআইপিআরও রতন সুধের সাথে আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

গুয়াহাটির মণীষ তিবড়েওয়াল-সহ অসমে আরও পাঁচজন করোনা-মুক্ত ছুটি হাসপাতাল থেকে

গুয়াহাটি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত গুয়াহাটির স্পেনিশ গার্ডেনের বাসিন্দা মণীষ তিবড়েওয়ালকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে শনিবার তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতাল থেকে আরও চার করোনা-আক্রান্তকে আজ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিলাসী আবাসন স্পেনিশ গার্ডেনের বাসিন্দা মণীষ তিবড়েওয়াল (৪৬)-কে সম্পূর্ণ করোনা-মুক্ত বলে মেডিক্যাল বোর্ড সুপারিশ করেছে। বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে আজ স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাকে সঙ্গে নিয়ে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে বরণ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সেখানে তিনি তাঁকে ফলমূলের একটি সুসজ্জিত ঝাঁপি উপহার দিয়ে স্বাগত জানান। গত ১ এপ্রিল হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন মণীষ। পাঁচদিনের মধ্যে তাঁর নমুনা দুবার পরীক্ষা হয়। ৮, ৯, ১৭ এবং ১৮ এপ্রিল, প্রতিটি পরীক্ষায় রেজাল্ট আসে নেগেটিভ। আজও তাঁকে ডিসচার্জ করার আগে যাবতীয় পরীক্ষা করা হয়েছে, রেজাল্ট আশানুরূপ আসে। বুকের এক্স-রে রিপোর্টও নর্মাল আসে। তবে আজ ছুটি দেওয়া হলেও আগামী ১৪ দিন তাঁকে মেডিক্যাল কলেজের পেয়িং ক্যাবিনে কোয়ারেন্টাইনে রেখে ডাক্তারদের পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। কেননা স্পেনিশ গার্ডেন এ মুহূর্তে কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে রয়েছে। কনটেইনমেন্ট জোন প্রত্যাহার হলেই তাঁকে তাঁর ফ্ল্যাটে যেতে দেওয়া হবে। জানিয়েছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এদিকে, মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতাল থেকেও আজ আরও চার করোনা-আক্রান্ত রোগী যথাক্রমে আশরফ আলি, মহম্মদ শাহরুখ, জামিলা খাতুন এবং মফিজ উদ্দিনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের ১০ এপ্রিল, ১১ এপ্রিল, ১৬ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল এবং ১৮ এপ্রিলের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানান মন্ত্রী ড় শর্মা। এই চার রোগীর বুকের এক্স-রে রিপোর্টও নর্মাল এবং ব্লাড সেম্পলেও কোনও অসঙ্গতি নেই। তাই আজ তাঁদের

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালুর দাবি ডিইউজের

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৯।। করোনাভাইরাস মহামারি চলাকালে সাংবাদিকদের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু করতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) নেতারা।শনিবার সংগঠনের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় এ দাবি জানান।

রেশন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রশংসা করে ডিইউজে নেতারা বলেন, 'আগ্রহী' সাংবাদিকদের জন্য তা চালু করার দাবি জানানো হলে সরকারের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে।তারা বিভিন্ন মিডিয়া হাউজে সাংবাদিকদের বকেয়া পরিশোধের দাবির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার অভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।ঢাকায় নয়জনসহ ১৬ সাংবাদিক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবরে ডিইউজে নেতারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।তারা গণমাধ্যম মালিকদের মার্চের বেতনসহ সাংবাদিকদের বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানান।

রাজনীতি করার জন্য সারাজীবন রয়েছে এই সময় মানুষের পাশে থাকতে হবে, রাজ্যপালকে কটাক্ষ ফিরহাদের

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি. স): রাজনীতি করার জন্য সারাজীবন রয়েছে এই সময় মানুষের পাশে থাকতে হবে। নাম না করে রবিবার রাজ্যপালকে ফের এক হাত নেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। নবান্ন ও রাজভবনের তরজা অব্যাহত। বিজেপি সাংসদদের ত্রাণ বিলি ও রেশন দুর্নীতি প্রসঙ্গে রাজ্যসরকারের জবাব সন্তোষ জনক নয়। এই মর্মে টুইট করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজ্যপালের টুইট প্রসঙ্গে এদিন এই মন্তব্য করেন পুর মন্ত্রী।

রাজ্যপাল টুইট করে জানিয়েছেন, বিজেপি সাংসদদের অভিযোগের যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে। সেই অভিযোগের উল্লেখ করে এবং অনিয়মের কারণ জানতে চেয়ে শনিবারই রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। পরে নবান্ন থেকে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। রবিবার ফের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে রাজ্যপাল টুইট করেন, পুলিশ-প্রশাসন সাংসদদের কাজে বাধা দিচ্ছে। এর পরিপ্রক্ষিতে রাজভবনে স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি দিয়ে জানান, 'জেলাশাসকরা, পুলিশ প্রশাসন বিধি মেনে আইন মোতাবেক কাজ করছে।'

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম নাম না করে রাজ্যপালকে ফের এক হাত নেন। মন্ত্রী বলেন, 'যারা চিঠি লেখালেখি ও টুইট করে নিজেদের রাজনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন তাদের সেই কাজ করতে দিন। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছি। সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছে আমরা কাজ সারা দিনরাত এক করে কাজ করছি। বারবার বলা সত্ত্বেও যারা এই টুইট চিঠি লেখালেখি করছেন তাদের করতে দিন। যে শোধরাবার নয় তারা শোধরাবে না। রাজনীতি করার জন্য সারাজীবন রয়েছে এই সময় মানুষের পাশে থাকতে হবে।'

প্রসঙ্গত আজ ফের এক প্রস্থ টুইট করেন রাজ্যপাল।লেখেন, 'কোথায় চলেছি! সাংসদদের কাজে বাধা দেওয়ার ইস্যুতে স্বরাষ্ট্রসচিবের কী প্রতিক্রিয়া। তাতে কোনও সারবস্তু নেই। যখন কেউ কেউ হাজার লোকের খাবার ব্যবস্থা করছেন, তখন অন্যরা বাইরে বেরোচ্ছেন না। বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধামাচাপা দেওয়া যাবে না'। এরপর ফের একটি ট্যুইটে রাজ্যপাল জানান, 'এই বিভেদকামী মনোভাব গ্রহণযোগ্য নয়। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সংশোধনের আর্জি জানাব। সাংসদ সুভাষ সরকার, জন বার্লা, অর্জুন সিংহ এবং রাজু বিস্তা অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের গতিবিধিতে প্রশাসন বাধা দিচ্ছে। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সরিয়ে রাখা যাবে না'।

করোনা সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত করা হল হেস্টিংস থানা

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি স): করোনা আতঙ্কে দেশ থেকে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু লকডাউনের মধ্যেও শহরবাসী সম্পূর্ণ সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কখনও গান গেয়ে আবার কখনও মাইকিং করে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। আর তাই এবার করোনা সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে থানা গুলি। রবিবার জীবাণুমুক্ত করা হল হেস্টিংস থানা।

ইতিমধ্যেই কলকাতা শহরকে স্যানিটাইজ করতে মাঠে নেমেছে পৌরনিগম। দমকল দফতরকেও নামানো হয়েছে এই কাজে। বিভিন্ন সরকারি অফিস এবং অন্যান্য জায়গায় তারা চালাচ্ছে স্যানিটাইজেশনের কাজ। সেই সূত্র ধরেই এবার কলকাতা পুলিশের থানাগুলিকেও স্যানিটাইজ করার কাজ শুরু করা হল। এদিন হেস্টিংস থানার পাশাপাশি জীবাণুমুক্ত করা হল ময়দান থানা, নিউ আলিপুর থানা, শেক্সপিয়ার সরণি থানা।

করোনায় মৃত্যুমিছিল অব্যাহত, বিশ্বে মৃত ১ লক্ষ ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষ

ওয়াশিংটন, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): দিন দিন পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে, হাতের নাগালের বাইরেও চলে যাচ্ছে। কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না করোনাভাইরাস আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যায়। করোনা-গ্রাসে পৃথিবীজুড়ে হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু। কোভিড-১৯, মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রবিবার পর্যন্ত বিশ্বে ১ লক্ষ ৬০ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন। আক্রান্তের সংখ্যা ২৩ লক্ষের বেশি। তবে সুস্থও হয়েছেন প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ।

করোনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক। সেদেশে ৩৯ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ৭ লক্ষ ছাড়িয়েছে। ইতালিতে মৃতের সংখ্যা ২৩ হাজারের বেশি। আক্রান্ত ১ লক্ষ ৭৫ হাজার। স্পেনে ১ লক্ষ ৯৪ হাজারের বেশি আক্রান্ত। ওই দেশে মৃত্যু হয়েছে ২০ হাজারের বেশি মানুষের।ফ্রান্সে ১৯ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে করোনায়। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা দেড় লক্ষ ছাড়িয়েছে। ব্রিটেনে মৃত্যু হয়েছে ১৫ হাজারের বেশি মানুষের। আক্রান্ত ১ লক্ষ ১৪ হাজারের বেশি মানুষ। ইউরোপে সব মিলিয়ে ১ লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্পেনে লকডাউনের মেয়াদ আগামী ৯ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

কোল্ডস্টোর থেকে গ্যাস লিকের জেরে হুগলিতে অসুস্থ বহু

হুগলি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): হুগলির গোঘাটে হাজিপুর এলাকায় কোল্ডস্টোর থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক। গ্রামের পর গ্রামে ছড়াচ্ছে আতঙ্ক। ইতিমধ্যেই অ্যামোনিয়া গ্যাসের ঝাঁজে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে অনেকেরই। ঘটনাস্থলে প্রশাসনের কর্মীরা উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছেন।

হিমঘরে এমোনিয়া গ্যাস ভরার সময়ে পাইপ লিক করে এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক বিপত্তি ঘটে। এর জেরে এলাকার বহু বাসিন্দা আতংকিত হয়ে যায়। গোটা এলাকায় গ্যাস ছড়িয়ে পড়লে গ্রাম বাসীদের মধ্যে শ্বাস কষ্ট শুরু হয়ে যায়। যে যার মত করে বাড়ি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। গবাদি পশু নিয়েই চলে যান অন্যত্রে। এদিকে গ্যাসের ভয়ংকরতার খবর পেয়ে আরামবাগ দমকল কেন্দ্র থেকে দুটি ইঞ্জিন আসে। আসে গোঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে চেষ্টা করেন পুলিশ ও দমকল বাহিনীর কর্মীরা। পুলিশ গ্রাম বাসীদের মাইকিং করে সতর্ক করে দেয়। তবে আতংকের কোন কারণ নেই বলে সকল কে আশ্বাস দেন।কিছুক্ষনের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্টা চালাছে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর লোকজন।

এই মুহূর্তে এলাকায় ব্যাপক পুলিশ রয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ির বাইরে চলে যেতে বলা হয়। ঘটনা আরামবাগের গোঘাটের হাজিপুর এলাকার একটি হিমঘরে এই ঘটনা ঘটে।।হিমঘরে মেসিনের সাহায্যে এমোনিয়া গ্যাস ভরার সময়ে হঠাতই পাইপ লিক করে গ্যাস এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে এই বিপত্তি ঘটে।তবে হতাহতের কোন খবর নেই।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

এমন বৈশাখ কখনো দেখিনি আগে

প্রকৃতি আছে তার আপন খেয়ালে। পরিবর্তন নেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতিতে। চৈত্র পেরিয়ে বৈশাখ ঠিকই হাজির হয়েছে। কিন্তু মন ভালো নেই মানুষের। এমন সংকট এর আগে তো কেউ দেখেনি। এ এক বিস্ময়কর ক্রান্তি। নববর্ষ গেল। অথচ সে অর্থে প্রাণের স্পন্দন নেই। আমাদের অন্যতম বড় উৎসবের দিনে চোখে পড়েনি খোঁপায় ফুল আর লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা কোনো তরুণী কিংবা লাল-সাদা পাঞ্জাবি পরা কোনো তরুণ। ঘরবন্দী আবালবৃদ্ধবণিতার উদযাপন নেই। বর্তমানের সংকট আর ভবিষ্যতের শঙ্কায় অদ্ভুত সময় পার করে চলেছে সবাই।

এমন করোনাময় এই বৈশাখে রবি কবির ঋণ বাড়িয়ে বলতে হয়, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে/ তবু প্রাণ নিত্যধারা,/ হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,/ বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে/ তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,/ কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।/ নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ,/ নাহি নাহি দৈন্যলেশ/ সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে'

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আশাবাদী মনের সেই পূর্ণতার পায়ে স্থান মাগাই স্বাভাবিক। এই বৈশাখের পোশাক সংস্কৃতি নিয়ে স্মৃতির অলিন্দে পায়চারি হয়তো ক্ষণিকের জন্য মনটাকে ভুলিয়ে রাখবে।

আজকের উন্নত বিশ্ব যখন গুহাবাসী, বাঙালি তখন বস্ত্রবয়নের জাদু জানে। নিজেরা তুলা ফলিয়ে সেই তুলায় প্রায় অদৃশ্য সুতা কেটে তা দিয়ে কাপড় তৈরি করেছে। একসময়ে তাই তো মসলিনকে বলা হতো 'পরিদের তৈরি কাপড়।'

সংগত কারণেই বাঙালির ছিল বস্ত্রবিলাস। কাশ্মীরি কবি ক্ষেমেন্দ্রের রচনায় সেই বর্ণনা মোহ জাগায়। সেই সময়ে সে দেশে পড়তে যাওয়া বঙ্গপুঙ্গবদের সুঠাম শরীর হয়তো ছিল না, কিন্তু ছিল সজ্জার পারিপাট্য। পোশাক, জুতার সঙ্গে কেশবিন্যাস।

সেলাইবিহীন কাপড় একসময় সারা বিশ্বেই ছিল। রোমানদের ড্রেপিং আর আমাদের ধুতি ও শাড়ি পেঁচিয়ে পরার মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরার ধরনের ফারাক বৈ তো নয়।

তবে এই ভূখণ্ডের মানুষের পোশাক ছিল বস্তুত নিম্নাঙ্গের। শীতে ঊর্ধাঙ্গে একখণ্ড কাপড় জড়ানোর রীতি ছিল।

এরপর জল অনেক গড়িয়েছে। পোশাকের বিবর্তন হয়েছে। দিবে আর নিবের খেলায় পরিবর্তনও কম হয়নি। উপরন্তু অনেক দিন ধরেই এর ওপর চড়েছে রাজনীতির, ধর্ম আর ঔপনিবেশিকতার নানা রং। এই উতোর-চাপানের মাঝে ধুতি গতায়ু, টিকে আছে শাড়ি। বাঙালির আদি ও অকৃত্রিম পোশাক। এখানে কৃতিত্ব নারীদের। তারাই কাজটি সসম্মানে আজও করে চলেছেন। আর বাঙালির ঐতিহ্যবাহী এই পোশাক বংশপরম্পরায় বয়ন করে চলেছেন আমাদের বয়নশিল্পীরা। উভয়ের প্রচেষ্টায় টিকে আছে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পোশাক ঐতিহ্য।

যাহোক, বিশ্বজুড়ে উদযাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদানের একটি হলো খাদ্য, অন্যটি বস্ত্র। বাঙালির জন্য এর অন্যথা ছিল না। তবে বৈশাখে আজকের মতো নতুন পোশাক পরার চল বেশি পুরোনো নয়। কারণ, বাঙালি পয়লা বৈশাখকে একটু অন্যভাবে উদযাপন করেছে। যেখানে বস্ত্রের চেয়ে খাদ্য তুলনায় প্রাধান্য পেয়েছে। সঙ্গে মেলা ছিল অনেক বেশি আদৃত। যেখানে কারুপণ্য সব সময়ে থেকেছে মধ্যমণি। গত নব্বই দশকের শেষের দিক থেকে পয়লা বৈশাখে পোশাক কেনার আগ্রহ বাড়তে থাকে। এর নেপথ্যে সংবাদপত্রের ভূমিকা যেমন ছিল, তেমনি দেশীয় ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির ক্রমবিস্তারও ছিল। কারণ, বাংলাদেশের এই শিল্প খাত উৎসব, পার্বণ আর দিবসনির্ভর। অন্যদিকে, বাংলাদেশের সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ উৎসব হিসাবে পয়লা বৈশাখ বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে। ফলে উদযাপনে মাত্রা দিয়েছে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে পোশাক। ফ্যাশন হাউসগুলোও সেভাবে ভাবতে শুরু করেছে। ডিজাইনাররা তাদের মেধার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। পরোক্ষে দেশি পণ্য কেনার এবং উৎসবে পরার ঝোঁক তৈরি হয়েছে। মধ্যবিত্তের ক্রয়সাধ্য বৃদ্ধিও এ ক্ষেত্রে অনুঘটক হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়াতে শুরু করেছে।

বসন্তের শেষ থেকেই গরম পড়তে শুরু করে। আর গ্রীষ্মে রূপান্তরিত হয় প্রচণ্ডতায়। ফলে পোশাকের কাপড়, ডিজাইন বৈচিত্র্য, ব্যবহার উপযোগিতার সঙ্গে আরামসহ নানা বিষয় নিয়ে তৈরি হয়েছে ভাবনা-বলয়। এমনকি এই সাধ আর সাধ্যের সামঞ্জস্যও পেয়েছে সমান গুরুত্ব।

ঐতিহ্যের লালসাদার বৃত্ত থেকে বৈশাখকে বের করে এনেছেন ডিজাইনাররা। এ নিয়ে ছিল দ্বিমুখী মতো। আমি নিজেও অন্তত বৈশাখের বর্ণ-ঐতিহ্য থেকে বের হওয়ার পক্ষপাতি নই। তবে নতুন প্রজন্মের পছন্দ আর রুচির সঙ্গে ডিজিটাল জমানার চাহিদাকে না মেনেও বা উপায় কি। ভেবে আনন্দ পাই, নিজেদের পোশাক বা চিরাচরিত পোশাকের বাইরে নতুন প্রজন্মের পছন্দের পশ্চিমা পোশাকেও লেগেছে বৈশাখী রং। ডিজাইনারদের কল্যাণে এটা অন্তত হয়েছে। বস্তুত সবকিছুকে তো আর লক্ষণরেখা টেনে আটকে রাখা যায় না। এ জন্য বর্তমানের পোশাক নকশায় তরুণদের বিষয়টা সবার আগে ভাবা হয়। কারণ বিশ্বের সব খবর তাদের মুঠোবন্দী। কেনার সময় তারা মিলিয়ে নিতে চায়।

তবে এবারের বৈশাখ ছিল আবার অন্যতর মেজাজের। কারণ, মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই ঈদ। ফলে প্রস্তুতির ধরনটা ছিল অন্য রকম। এক দিনে ব্যাপকতা হ্রাস পায়নি। কিন্তু পোশাকের নকশায় একটা বড় অংশই ছিল যেকোনো উৎসব উপযোগিতার বৈশিষ্ট্য। কারণ, বৈশাখ সংগ্রহের একটা অংশ এমনভাবে নকশা করা হয়েছে, যাতে পোশাক ঈদেও পরতে পারা যায়। ছাঁট আর কাটে আধুনিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। আন্তর্জাতিক নকশার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিজাইনাররা তাঁদের সৃজন পরিকল্পনা সাজান। এই বৈশাখেও তাই প্রিন্ট নিয়ে কাজ হয়েছে। আবার অনেক ফ্যাশন হাউস বিভিন্ন থিমনির্ভর নকশাও করেছেন। সব মিলিয়ে আয়োজন ছিল জমজমাট।

এত শত প্রস্তুতি শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে এল না। গিলে খেল করোনা প্রাদুর্ভাব। ছুটি প্রলম্বিত। শেষ হওয়ার আগে এই মেয়াদ আরও দীর্ঘায়িত হবে কি না, তা এখনই অনুমিত নয়। অথচ এরই মধ্যে চলে আসবে রোজা। শুরু হয়ে যাবে ঈদের প্রস্তুতি। কিন্তু তার আগে কি সবকিছু স্বাভাবিক হবে? নাকি বৈশাখের মতো ঈদও মাঠে মারা যাবে? এসব প্রশ্নে বিশ্বস্ত বাঙালি সংকট থেকে পরিত্রাণের দিন গুনছে। অন্ধকারে পেরিয়ে আলোকরেখার প্রতীক্ষায় থেকে বিশ্বপিতার মঙ্গলবারতা শোনার অধীর অপেক্ষা সবার।

যা খেলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের এই সময়ে নানা ধরনের ভিটামিন-মিনারেল বড়ি খাওয়ার হিড়িক পড়েছে। কিন্তু গবেষকেরা বলছেন, এমন কোনো জাদুকরি খাবার বা বড়ি নেই, যা খেলে করোনার সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সামাজিক দূরত্ব, বারবার হাত ধোয়া আর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই এ ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র।

তবে এটাও ঠিক যে, সঠিক সুষম ও পুষ্টিকর খাবার যেকোনো রোগ, বিশেষ করে সংক্রামক রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায়।

বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই নানা ধরনের ফ্লু আর নিউমোনিয়ার সঙ্গে লড়ার জন্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছেন। ভিটামিন সি, ডি, ই এবং খনিজের মধ্যে জিংক, সেলেনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগে। তার মানে এই নয় যে এগুলোর সাপ্লিমেন্ট খেলে আপনি নিরাপদ থাকবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রশাসন বলছে, রোগ প্রতিরোধ করতে বাজারের সাপ্লিমেন্ট কাজে আসবেএমন দাবির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ভিটামিন সি নিয়ে ইতিমধ্যে চীনে দুটি গবেষণা হয়েছে আর জিংক নিয়ে গবেষণা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ইনস্টিটিউটে (এনআইএইচ)। এসব গবেষণায় কিছুটা উপকার দেখা গেলেও এগুলো রোগীর শারীরিক অবস্থার উন্নতিতে কতটা কার্যকর, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

তবে গবেষকেরা এ-ও বলছেন, সাপ্লিমেন্ট বা বড়ির বদলে এই মুহূর্তে বাড়িতে স্বাস্থ্যকর ভিটামিন, খনিজসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত সবার। তাই বলে কোনো কিছুই অতিরিক্ত খাওয়া চলবে না।

বয়োবৃদ্ধ, রোগী, হজমের গোলমাল রয়েছে কিংবা কিডনি জটিলতা আছে, এমন ব্যক্তিরা ভিটামিন বা মিনারেল সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন। যারা এ মুহূর্তে ঘরবন্দী এবং ঘরে রোদ পান না, তাঁরা ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন।

এবার জেনে নেওয়া যাক, কোন খাবারে কোন ভিটামিন ও খনিজ উপাদান পাওয়া যায়।

ভিটামিন এ এবং বিটা ক্যারোটিন: মিষ্টিকুমড়া, স্কোয়াশ, গাজর, মিষ্টি আলু, পাতাওলা শাক এবং আম।

ভিটামিন সি: সাইট্রাস ফল (লেবু বা টকজাতীয় ফল), স্ট্রবেরি, ক্যাপসিকাম, কাঁচা মরিচ, টমেটো।

ভিটামিন ই: উদ্ভিজ্জ তেল, বাদাম, শস্যজাতীয় খাবার।

সেলেনিয়াম: ডিম, মাশরুম, পালংশাক, মুরগির মাংস।

ভিটামিন ডি: কলিজা, ডিমের কুসুম, দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবার, যেমন দই।

এ ছাড়া সামুদ্রিক মাছ, যেমন স্যামন, টুনা, সার্ডিন মাছেও ভিটামিন ডি রয়েছে। সূর্যরশ্মিতে শরীরে প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি তৈরি হয়। তাই ঘরবন্দী থাকলেও বারান্দায় বা উঠোনে গিয়ে ত্বকে রোদ লাগানোর চেষ্টা করুন।

আপনার রাশি

আপনি নিজেই আপনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন শতকরা ৯০ থেকে ৯৬ ভাগ। বাকিটা আমরা ফেট বা নিয়তি বলতে পারি। ভাগ্য অনেক সময় অনির্দিষ্ট কারণে আপনা থেকেও গতিপথ বদলাতে পারে। এখানে রাশিচক্রে আমি 'নিউমারলজি' বা 'সংখ্যা-জ্যোতিষ' পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি।

মেষ ২১ মার্চ-২০ এপ্রিল। ভরী ৬
আপাতত খুব ছোট করে লিখতে হচ্ছে। স্পেসের কারণে। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। তাহলেই সপ্তাহ আপনার ভালো কাটবে।

বৃষ ২১ এপ্রিল-২১ মে। ভরী ১
বলুন, ভয়কে ভয় বলে মানব না। সপ্তাহ ৭০ ভাগ শুভ।

মিথুন ২২ মে-২১ জুন। ভরী ৬
নিজে আনন্দে থাকুন। অন্যকে আনন্দে রাখুন। তাহলেই সপ্তাহ শুভ্র হবে।

কর্কট ২২ জুন-২২ জুলাই। ভরী ২
ভাবনাটাই বড় জিনিস। নিজেকে বলুন, ভালো আছি। তাহলেই ভালো থাকবেন।

সিংহ ২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট। ভরী ১
সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে সময় কাটিয়ে দিন। সপ্তাহ শুভ হবে না কেন, বাহ

কন্যা ২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর। ভরী ২
আপনজনের মনের কাছাকাছি থাকুন। সপ্তাহ ভালো কাটবেই।

তুলা ২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর। ভরী ২
বিধাতা আপনাকে দিয়েছেন আশ্চর্য মনোবল। এই শক্তি দিয়ে নিজে ভালো থাকুন, অন্যকেও ভালো রাখুন।

বৃশ্চিক ২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর। ভরী ২
যে মানুষ কাজ ভালোবাসে এবং কাজের মধ্যেই থাকে, তার তো ভালো না থেকে উপায় নেই। আপনার কথাই বললাম।

ধনু ২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর। ভরী ৯
শুভ চিন্তা করে যান। পজিটিভ বার্তা ছড়িয়ে যান। ওটাই আপনার ভালো থাকার উপায়।

মকর ২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি। ভরী ৩
চিন্তায় যেন দুশ্চিন্তার ছায়া না পড়ে, শুধু এটুকুই খেয়াল রাখুন। সপ্তাহ শুভ না হয়ে যাবে কোথায়!

কুম্ভ ২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি। ভরী ৯
রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করুন, চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির। আপনার চরিত্র তো তা-ই। তাহলে আর ভাবনা কী!

মীন ১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ। ভরী ৩
অনেক না পাওয়ার ব্যথা ভুলে যাবেন। এখন নতুন কিছু এসে ধরা দেবে। আনন্দ আসবে।

১০ 'ফালতু' চিন্তা এখনই ঝেড়ে ফেলুন

ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধজয়ী পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন ব্লগার ও লেখক র‌্যাচেল ইয়াহনে ১০টি ক্ষুদ্র দুশ্চিন্তার কথা তুলে ধরে তা থেকে মুক্তির উপায় বলেছেন। বলেছেন জীবনকে আনন্দময় করে তোলার কৌশল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'হাফপোস্ট'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন এখানে তুলে ধরা হলো:সকালে ব্যাংকে গিয়ে বিদ্যুৎ বিল জমা দিতে হবে। কাল ঘরের জন্য কিছু বাজারও করা দরকার। কোনটা আগে করলে সুবিধা হয়বাজার নাকি ব্যাংকে যাওয়া। নাকি সকালে বাজার বাদ দেবেন। নাকি ব্যাংকে যাওয়াই বাদ দেবেন! আগের দিন রাত থেকেই মনে মনে এই হিসাব কষতে কষতে সিদ্ধান্তহীনতা নিয়েই ঘুমাতে গেলেন। সকালে ঘুম ভেঙেও কিছুক্ষণ এ নিয়ে ভাবলেন। মাঝেমধ্যে বিরক্ত হন এই ভেবে যে বড় বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে এসব 'আজাইরা টেনশন' এসেও ভর করে।

কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি স্ট্যাটাস দিলেন, তাতে কোনো একজন আপনাকে খোঁচা মেরে একটি মন্তব্য করলেন। আর ওই একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দিনভর আপনার মেজাজ বিগড়ে রইল।

আপনার এই 'আজাইরা টেনশনকে' সত্যিকারভাবে বিশেষজ্ঞরাও 'আজাইরা টেনশন' বা 'ফালতু চিন্তা' বলছেন। তবে তাঁরা এটাকে পরিশীলিত ভাষায় বলছেন 'সিলি স্ট্রেসেস'। তাঁদের ভাষায়, এই দুশ্চিন্তাগুলো প্রকৃত অর্থে অসম্ভব রকমের সাধারণ ও ক্ষুদ্র। তাই খুব সহজে এগুলো এড়ানোও সম্ভব। আপনার প্রতিদিনের দায়িত্ব খুব ভালোভাবেই পালন করতে পারেন এসব দুশ্চিন্তাকে সরিয়ে। এর জন্য দরকার শুধু আপনার ইচ্ছাশক্তি।

ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন ব্লগার ও লেখক র‌্যাচেল ইয়াহ ১০টি ক্ষুদ্র দুশ্চিন্তার কথা তুলে ধরে তা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় বলেছেন

সময়

সময়ের নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য আপনি সব সময় লড়াই করে চলেছেন। এর চেয়ে বরং এগিয়ে চলুন। অতীতে যা হয়েছে, তা ঝেড়ে ফেলুন, সেসব আপনার জন্য ভালো কিছু বয়ে আনে না। সময়ের মোহ আমাদের অযাচিত প্রত্যাশায় ডুবিয়ে রাখে (বিশেষ করে বয়স হচ্ছে এমন নারীদের) এবং এটা আমাদের ন্যূনতম ক্ষমতায়িতও করে না।

আপনার মূল্য

আপনি সব সময় নিজেকে বলে যান যে আপনার কোনো দাম নেই। এই একটি ভাবনার কারণে আপনি ভালোবাসা, সফলতা, অর্থএসব কোনো কিছুতেই নিজের মূল্য আছে, এই বোধ পান না। এসব চিন্তা থেকে দূরে থাকুন। এটা আপনাকে আঘাতই করে শুধু।

তুলনা

আপনার আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে মাটি করার সবচেয়ে বড় ঘাতক হলো তুলনা। এর বিরুদ্ধে লড়াই করার সহজ একটি উপায় হচ্ছে নিজেকে, নিজের জীবন এবং নিজের উপহারগুলোকে অনন্য ধরে বিবেচনা করা। অন্য কারও কিছু নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজের সেরাটা নিয়ে ভাবুন।

স্বত্ব

যখন ছোট ছিলাম, মায়ের দেওয়া পোশাক 'বিশেষ উপলক্ষের' জন্য যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। আমি বড় হয়ে গেলাম। কিন্তু পোশাকটি পরার সেই উপলক্ষ আর এল না। তাই কোনো কিছু ধরে রাখার জন্য এত কষ্ট করবেন না। যখন যা থাকবে, তা নিয়ে আনন্দ করুন। আরেকটি বিষয় মনে রাখবেন, আপনি অন্যকে যা দিতে চান, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিজের অধিকারে থাকতে পারে না।

সৌন্দর্য

নিজেকে সুন্দর ভাবতে আমরা সবাই ভালোবাসি। এতে দোষের কিছু নেই। তবে চেহারার চেয়ে আপনার অনেক কিছু দেওয়ার আছে এই পৃথিবীকে। তাই আপনার চেহারা ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে মানুষ কী ভাবছে, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে চিন্তা করার জন্য।

উপার্জন

এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, ব্যাংকে রাখা অর্থগুলো দেখে আসার জন্য আপনার সব সময় ব্যয় করে ফেলবেন না। একই কথা প্রযোজ্য যদি ব্যাংকে আপনার অর্থ না থাকে। আপনি সব সময় অর্থ থাকা নিয়ে বা অর্থ না থাকা নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করে ফেলতে পারেন না। অর্থের প্রতি মোহ আমাদের জীবনের সাধারণ আনন্দ দেখার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

অতীত

অতীত বাস্তব নয়, এটা আপনার সামনে নেই। তাই অতীত নিয়ে আর ভাববেন না। এটাকে ভয় পাওয়া বন্ধ করুন। এটার অজুহাতে কোনো ঝুঁকি নেওয়া, কাউকে ভালোবাসা দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখাও বন্ধ করুন। নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করুন।

ভয়

সব দুশ্চিন্তাই মূলত ভয়ে মোড়ানো। এই ভয় দুশ্চিন্তাগুলোকে আরও আতঙ্কিত ও শক্তিশালী করে তোলে। ভয় সেখানে থাকবেই, তাতে কী? ভয় থাকলে সেটির চারপাশ ঘিরেই কাজ করুন। থেমে যাবেন না।

জনপ্রিয়তা

ফেসবুকে ফটো দেওয়ার পর লাইক গোনা বন্ধ করুন। আপনি প্রকৃতভাবে অন্য মানুষদের মধ্যে কীভাবে অনুভূতি তৈরি করেন সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করুন। বিশ্বকে যা পরিবর্তন করে তা খুব কমই জনপ্রিয় হয়। আপনাকে নিজেকেই বাইরে বের হতে হবে। যদি আপনি কিছু করতে চান, সেটা লোকজন অপছন্দ করলেও করতে হবে।

শরীর

শারীরিক আকার-আকৃতি, শক্তিমত্তা, খুঁত...এসবই আমাদের নিরাপত্তাহীনতা। যদি একজনের বেড়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে (১৭ বছর) তাঁকে কেমোথেরাপির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, এ কারণে চুল পড়ে ন্যাড়া হতে হয়, তাহলে তার করার কী আছে!

বিপরীতে যদি আপনার শরীরের কোনো একটি অংশ যদি সচল থাকে এবং তা আপনাকে পৃথিবীর একটি মুহূর্তও উপভোগ করার সুযোগ দেয়, তাহলে আপনাকে বলা যায় সৌভাগ্যবান। এ মুহূর্তে আপনার যে দেহ আছে, সেটি আপনার। জীবনে এটি আপনি একবারই পান। তো নিজের দেহ নিয়ে লজ্জা পাওয়া বন্ধ করুন। এটাকে সম্পদ ভাবুন।

ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধজয়ী র‌্যাচেল ইয়াহনের এই ভাবনাগুলো আপনি নিজের ওপর প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। নিঃসন্দেহে তা আপনাকে উপকৃত করবে।

করোনা: ভাইরাস নয়, হলদে পরির দেশের নদী

আপাতদৃষ্টে পরির অস্তিত্ব থাক আর না—ই থাক, ইউরোপের একটি দেশকে 'হলদে পরীর দেশ' নামে ডেকেছিলেন আমাদের পল্লিকবি জসীমউদ্দীন। কোন দেশ সেটি? এই দেশটিকে 'পৃথিবীর বিলুপ্ত দেশ' নামেও ডাকা যায় এখন। দেশটির নাম যুগোস্লাভিয়া। ১৯১৮ সালে দক্ষিণ ইউরোপের সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো, স্লোভেনিয়া, উত্তর মেসিডোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া আর বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা মিলে যুগোস্লাভিয়া নামের এ দেশটি গঠন করেছিল নিজেদের জাতিগত পরিচয়ের সাপেক্ষে।আমরা যাঁরা গত শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে বড় হয়েছি, তারা যুগোস্লাভিয়া ও বেলগ্রেডের নাম শুনেছি প্রচুর। এই বেলগ্রেড এখন সার্বিয়ার রাজধানী। যুগোস্লাভিয়া নামের এ দেশটি ভাঙতে ভাঙতে ১৯৯০—এর দশকে এবং তারও কিছু পরে মোট সাতটি দেশের জন্ম দিয়েছে। এই দেশগুলোর প্রতিটিকে আমরা চিনি ১৯৯০—এর দশকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দেশ হিসেবে। পরবর্তী সময়ে তার একটি দেশকে আমরা চিনেছি অনিন্দ্যসুন্দর ফুটবলের দেশ হিসেবে। দেশটির নাম ক্রোয়েশিয়া। যুগোস্লাভিয়া ভেঙে ক্রোয়েশিয়া, উত্তর মেসিডোনিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ও স্লোভেনিয়া স্বাধীন হয় প্রথমে। সার্বিয়া আর মন্টেনিগ্রো 'ফেডারেল রিপাবলিক অব যুগোস্লাভিয়া' নামে আরও কিছুকাল টিকে থাকলেও ২০০৬ সালে মন্টেনিগ্রো স্বাধীন হয়ে গেলে যুগোস্লাভিয়া নামের দেশটি তার অস্তিত্ব হারিয়ে জায়গা করে নেয় ইতিহাসের পাতায়। পরবর্তী সময়ে সার্বিয়া ভেঙে আবারও দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়একটির নাম সার্বিয়া, অন্যটির নাম কসোভো।এই করোনাকালে ইতিহাস-ভূগোলের এত কচকচানি কেন? কারণ একটাই। 'হলদে পরীর দেশ'খ্যাত পৃথিবীতে যে বিশাল দেশটির অস্তিত্ব ছিল, যে দেশ ঘুরে এসে আমাদের পল্লিকবি লিখেছিলেন 'হলদে পরীর দেশে' নামে সুখপাঠ্য এক ভ্রমণকাহিনি, সেই দেশের একটি নদীর নাম করোনা। না, করোনাভাইরাসের সঙ্গে তার কোনো যোগসূত্র নেই বটে, কিন্তু এক গভীর যোগসূত্র আছে মানুষের চোখের জলের।

রবিবার লেফুঙ্গায় উপজাতি মহল্লায় কমিউনিটি হেলথ্ অফিসার বর্ণালি দত্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে রেশন সামগ্রীর পাশাপাশি মহিলাদের সেনিটারি নেপকিন বিতরণ করেছেন। ছবি- নিজস্ব।

দিল্লিতে কোনও ভাবেই শিথিল করা যাবে না লকডাউন, জানলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): লকডাউন কোনও ভাবেই শিথিল করা যাবে না দিল্লিতে। রাজধানীতে স্বাভাবিক নিয়মেই চলবে লকডাউন। রবিবার এমনই বার্তা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

লকডাউনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নানা ক্ষেত্রকে ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও, তা কার্যকর হবে না দিল্লিতে। রাজধানীতে স্বাভাবিক নিয়মেই চলবে লকডাউন। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, ”দিল্লিতে ১১টি জেলা রয়েছে, আর তার সবকটাই হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মতোই এই সংক্রামিত এলাকাগুলিতে কোনও ছাড় দেওয়া যাবে না।”

তিনি আরও বলেন, ”দিল্লিবাসীদের জীবনের কথা মাথায় রেখে কাল থেকে আমরা কোনও ছাড়ে যাচ্ছি না। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ২৭ এপ্রিল আমরা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা বৈঠকে বসব। প্রয়োজন হলে, তার পরে লকডাউনের নিয়ম শিথিল করব।”

কেজরি আরও বলেন, “পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে পারছে না, অনেক মানুষের রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাঁদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন আমি। কিন্তু পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে, যদি লকডাউন শিথিল করা হয়, হাসপাতালে শয্যার অভাব পড়বে। ভেন্টিলেটরের অভাব পড়বে। তখন কী করব আমরা?” এ কথা বলতে গিয়ে তিনি ইটালি ও স্পেনের উদাহরণ তুলে ধরেন। শনিবারই ৭৩৬ জনের কোভিড-১৯ টেস্ট হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৫ শতাংশের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে তিনি বলেন, “ভয়ের বিষয় এটাই যে, ১৮৬ জন করোনা আক্রান্তের কোনও উপসর্গই ধরা পড়েনি।

বর্তমানে দিল্লিতে ৭৫টি হটস্পট চিহ্নিত রয়েছে, যেখানে কঠোরভাবে লকডাউন মেনে চলা হচ্ছে। সেখানে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত ১৯০০। এঁদের মধ্যে ২৬ জন আইসিইউ-তে রয়েছেন। ভেন্টিলেটরে আছেন ৬ জন। মৃত্যু হয়েছে ৪৩ জনের। লকডাউনে ছাড় দেওয়া হলে এই সংখ্যাগুলো আরও অনেক বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তবে প্যানিক করার কোনও কারণ নেই বলেই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ঝাড়গ্রামে স্বামীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে

ঝাড়গ্রাম, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্বামীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর অভিযোগের ভিত্তিকে স্বীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে গোপীবল্লভপুর থানার চুনঘাটি গ্রামে। অভিযোগের ভিত্তিতে গোপালের স্ত্রী টুসুরানা বৃন্দানীকে রবিবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে নিহত যুবকের নাম গোপাল পৈড়া(৩৬)।তার বাড়ি ঝাড়গ্রাম শহরের ঝাড়গ্রাম থানার কেশবডিহি গ্রামে।পুলিশ জানিয়েছে নিহত গোপাল এর বাবা প্রদীপ পৈড়া তার ছেলেকে খুন করা হয়েছে বলে রবিবার গোপীবল্লভপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে গোপালের স্ত্রী টুসুরানা বৃন্দানীকে এদিন রবিবার গ্রেফতার করেছেন। অপর অভিযুক্ত টুসুরানার মেজো ভাই নন্দলাল বৃন্দানী পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে। ওই অভিযুক্তর খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। ধৃত ওই মহিলাকে সোমবার আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রামের কেশবডিহির বাসিন্দা গোপল তেমন কোন কাজ করত না। যখন যেমন কাজ পেতেন করতেন।কোন নির্দিষ্ট কাজ করতেন না।গোপালের এটি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।আগের পক্ষের স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছিন্ন বলে পুলিশ জানিয়েছে।বর্তমান স্ত্রীর সাতে কখনো ঝাড়গ্রামে বা কখন গোপীবল্লভপুরের চুনঘাটিতে থাকত।গত এক মাস ধরে চুনঘাটিতে গোপাল শ্বশুর বাড়িতেই ছিল।বলে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে শনিবার গভীর রাতে গোপালকে রক্তাক্ত অবস্থায় গোপীবল্লভপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে তার স্ত্রী টুসু এবং মেজো শালা নন্দলাল।সেখানে চিকিৎসকেরা গোপলকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। মৃতদেহের শরীরের মাথা,কাঁধের দিকে অনেক গুলি ধারালো অস্ত্রের গভীর কাটা দাগ ছিল।এদিন পুলিশ নিহতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে স্ত্রীকে গ্রেফতার করে।অপর অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে কোন পুরাতন আক্রোশের জেরে এই হত্যা কান্ড।তবে পুলিশ প্রকৃত কারন জানতে তদন্ত শুরু করেছে।

রাজ্যের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে দমন করা হচ্ছে, বিস্ফোরক দাবি প্রদীপ ভট্টাচার্যের

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): রাজ্যের রেশন দুর্নীতিসহ একাধিক বিষয় বাম দলগুলির প্রতীকী প্রতিবাদ সমাবেশে পুলিশের অতিসক্রিয়তার নিন্দা করেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য।

শনিবার রেড রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে প্রতীকী অবস্থান করেন রাজ্যের বাম দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিআইএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী, মহম্মদ সেলিম, ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টোপাধ্যায় সহ একাধিক নেতাকে আটক করে নিয়ে যায়। বাম দলগুলোর অভিযোগ, সভা শেষ হওয়ার ৩-৪ মিনিট আগেই পুলিশি নির্যাতন নেমে আসে। এই ঘটনার নিন্দা করে রবিবার বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, জোর করে প্রতিবাদ সভা ভণ্ডুল করে দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে। লকডাউনের যাবতীয় নিয়ম মেনেই প্রতিবাদ করছিল বাম নেতৃত্ব। সামাজিক দূরত্বের যাবতীয় নিয়ম মেনেই এই প্রতিবাদ চলছিল।রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বন্ধ করতে চাইছে। যে সক্রিয়তা পুলিশ এই প্রতিবাদ দমন করার জন্য দেখিয়েছে সেই সক্রিয়তা রেশন দুর্নীতি রোধ করার কাজে দেখানো উচিত ছিল পুলিশের। পাশাপাশি বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর সঙ্গে পুলিশ যে আচরণ করেছে, তারও নিন্দা করেছেন প্রদীপবাবু।

রাজ্যের রেশন দুর্নীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রদীপ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রাজ্যের রেশনিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। শাসক দলের লোকেরাই সব কিছু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। টিভি খুললেই শুধু বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ প্রতিশ্রুতি মত রেশন পাচ্ছে না। ৫ কেজির জায়গা এক কেজি করে চাল পাচ্ছে। প্রতিটি জেলার পুলিশ এবং রেশনিং অফিসাররা সক্রিয় হলে দুই দিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হত। এই দুর্নীতি রোধ করা যেত। কিন্তু তা হয়নি। অনেকের কাছে ডিজিটাল রেশন কার্ড না থাকায় রেশন পেতে অসুবিধা হচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী রেশন দোকান থেকে পাঁচ কেজি করে চাল পাওয়ার কথা সাধারণ মানুষের। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ আসছে যে রেশনের তীব্র দুর্নীতি হওয়ার কারণে সরকার যে পরিমাণ রেশন ঘোষণা করেছেন তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারন মানুষ।

রাজ্য জুড়ে ১৪টি হাসপাতালে শুরু হচ্ছে র‍্যাপিড এন্টিবডি টেস্ট

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি. স): স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশে এবার রাজ্যজুড়ে শুরু হবে র‍্যাপিড এন্টিবডি টেস্ট। যে সমস্ত জেলায় প্রথম থেকে সংক্রমনের খবর মিলেছে সে সমস্ত জেলায় শুরু হবে এই টেস্ট। তবে অবশ্যই সেই টেস্ট হবে স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী। যাতে এই টেস্ট কিট নষ্ট না হয় সে কারণে স্বাস্থ্য দফতর যাদের বলবে কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই করা হবে এই টেস্ট। ২৮টি জেলাকে ১৪টি হাসপাতাল এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে যারা এই টেস্ট সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল থেকে করতে পারবে।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, কোথায় কোথায় এই ব্যাপিড টেস্ট করা হবে। হটস্পট ও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে যে এলাকাগুলিতে, সেখানেই যতটা সম্ভব ততটাই জোর দেওয়া হবে বলেই জানানো হয়েছে। তবে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যাপিড টেস্টের নামে অযথা নষ্ট করা হবে না কিট। একইসঙ্গে ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে যে ব্যক্তির টেস্ট করা হবে সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে তার রিপোর্ট জানানো হবে না। কার্যত আতঙ্ক কাটাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত ১৭ তারিখ আইসিএমআর এর নির্দেশিকা জারি করে এই কথা জানানো হয়েছে বলে ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। মূলত, কেউ যদি গত ১৪ দিনের মধ্যে বাইরে কোথাও থেকে এসেছেন বলে জানা যায়, করোনা ধরা পড়েছে এমন রোগীদের আশপাশে কেউ যদি এসেছেন বলে জানা যায়, যে স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনা রোগীর চিকিৎসা করেছেন, তীব্র শ্বাসকষ্ট ও ঠান্ডা লাগার সমস্যা হচ্ছে যাঁদের, করোনা রোগীর সংস্পর্শে আসা কারও প্রথম টেস্ট নেগেটিভ এসেছে জানা গেলেও ফের একবার সেই ব্যক্তির টেস্ট করার জন্য র‍্যাপিড এন্টিবডি টেস্ট কার্যকর হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ, রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ, মালদা মেডিক্যাল কলেজ, রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ, দেবেন মাহাতো পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ, বাঁকুড়া মেডিক্যাল ছয়ের পাতায়

ঝাড়গ্রামে শিকার করতে গিয়ে বন শুয়োরের আক্রমনে গুরুতর জখম এক ব্যক্তি

ঝাড়গ্রাম, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): সরকারি নিয়ম নীতিকে তোয়াক্কা না করে জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে বন শুয়োরের আক্রমনে গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। রবিবার দুপুরে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম থানার মানিকপাড়া রেঞ্জের রাধেশ্যামপুর গ্রাম লাগায়ো জঙ্গলে। যদিও স্থানীয়দের একাংশের দাবি গ্রামবাসীরা পাতা কুড়াতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন।

বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে রাধেশ্যামপুর গ্রাম লাগোয়া এলাকার লোকজন জঙ্গলে শিকারের খোঁজে বের হয়েছিলেন।স্থানীয় ও বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে জঙ্গলে বুনো একটি শুয়োরকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম করে স্থানীয়রা।এরপর আহত শুয়োরটি গ্রামের জমির দিকে ছুটে আসে।সেই সময় ওই বুনো শুয়োরটির আক্রমনে এক ব্যক্তি গুরুতর জখম হন।ধারালো দাঁতের আঘাতে গুরুতর জখম হন ওই ব্যক্তি।অন্য দিকে আহত শুয়োরটি জমির আদূরে পালাতে গিয়ে হাতির দলকে আটকানোর জন্য যে পরিখা কাটা হয় সেখানে পড়ে যায়।এবং মারা যায় । খবর পেয়ে মানিকপাড়া রেঞ্জের বনদফতরের পক্ষ থেকে লোকজন এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আহত ওই ব্যক্তিকে ঝাড়গ্রাম জেলা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তবে গ্রামবাসীরা জঙ্গলে শিকার না পাতা কুড়াতে গিয়েছিলেন তা নিয়ে তদন্ত করবে বনদফতর ।বনদফতর জানিয়েছে গিয়েছে আহত ওই ব্যক্তির নাম সাধু সোরেন।

উল্লেখ্য, এই লকডাউনে মানুষ যাতে একত্রিত হয়ে জঙ্গলে না যান তার জন্য বনদফতরের পক্ষ থেকে বারবার সতর্ক নিষেধ করা হয়েছে। বনদফতরের প্রচার গাড়ির মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মানুষ জন যাবতীয় নিষেধ উপেক্ষা করেই এদিন শিকারে বের হয়েছিল।বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে বছর পঞ্চাশের আহত সাধু সোরেনের বাড়ি ঝাড়গ্রাম থানার গজাশিমুল গ্রামে।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও বাসবরাজ হলেইছি বলেন ' এক জন বুনো শুয়োরের হানায় জখম হয়েছে। কি ভাবে এই ঘটনা ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখা হবে।'

রেশন সামগ্রী পাচ্ছে না দুর্গাপুর ১ নং ওয়ার্ডে দ্ররিদ্ররা প্রতিবাদে সরব বস্তি কল্যান সমিতি

দুর্গাপুর, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): বেশীরভাগই উদ্বাস্তু দিনমজুর পরিবার। সস্তায় রেশন সামগ্রীর জন্য আবেদন করেছিল। চলছে লকডাউন। সঙ্কট মোকাবিলায় গরীব পরিবারে বিনামুল্যে রেশনে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া শুরু করেছে সরকার। অন্যদিকে আবেদন করেও দুর্দিনে গণবন্টনে উচ্চবিত্তের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে হতদ্ররিদ্র পরিবারেরা। এমনই নজিরবীহিন গরমিলের অভিযোগ উঠল দুর্গাপুর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায়। আর তার প্রতিবাদে সরব হল দুর্গাপুর বস্তি কল্যান সমিতি। অনিয়ম রুখতে ও গরীব পরিবারের শ্রেনী বদলের দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন তারা।

প্রসঙ্গত, বিশ্বজুড়ে করোনার মহামারীর দাপট। আর তার মোকাবিলায় সংক্রামক ঠেকাতে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে লকডাউন। লকডাউনে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় একগুচ্ছ প্রকল্প জারি করেছে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের তিন ক্যাটাগরিতে যেমন রেশনে চাল ও গম বিনামুল্য দেওয়া শুরু হয়েছে। তেমনই রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা আইনে পরিমান মত চাল ও গম বিনামুল্যে দেওয়া শুরু করেছে। তবে রাজ্য খাদ্য সুরক্ষায় আরকেএসওয়াই-টু তালিকায় চাল ও গম নির্ধারিত মুল্যে কিনে নিতে হবে উপভোক্তাদের। আর এখানেই বিপাকে পড়েছে দুর্গাপুর পুরসভার ধোবিঘাট, বিজুপাড়া, ওয়াশিং প্লট,দাশীরবাঁধ, রঘুনাথ পুর, মধুপল্লী সহ বেশ কিছু এলাকার দিনমজুর পরিবার। রেশনকার্ড আবেদনকারী যাদের খাদ্য দফতরে রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে অথচ কার্ড আসেনি, তাদের জন্য কুপন দেওয়ার ব্যাবস্থা করেছে। ওই কুপন মাধ্যমে আগামী ছ” মাস রেশন সামগ্রী পাবে এবং কুপন সংশ্লিষ্ট রেশন দোকান থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সম্প্রতি প্রায় ১৩০০ ওই কুপন প্রাপকদের তালিকা এসেছে দুর্গাপুর পুরসভার ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রেশন দোকানে। অভিযোগ, তাতে সিংহভাগ হতদ্ররিদ্র পরিবারের নাম রয়েছে আরকেএসওয়াই-টু ক্যাটাগরিতে। অর্থাৎ ওইসব পরিবারকে ১৩ টাকা কেজি চাল ও ৯ টাকা কেজি গম কিনতে রেশনদোকানে। লকডাউনের দুর্দিনে রেশন কিনতে মাথায় হাত পড়েছে ওইসব অসহায় গরীব পরিবারগুলির। তালিকায় গরমিল ও অনিয়মের অভিযোগে ক্ষোভে ফুঁসছে বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে স্থানীয় কাউন্সিলারকে চিঠি দিয়েছে তারা। সরব হয়েছে দুর্গপুর শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন বস্তি কল্যান সমিতি।

ওই সংগঠন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃষ্ণ মাল জানান,’ লকডাউনে টোটো, অটো, হকারদের কাজ বন্ধ। তার ওপর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের বেশীরভাগই বস্তি এলাকা দিনমজুর গরীব পরিবারের বসবাস। লকডাউনে আরি আর্থিক দুর্বল হয়ে পড়েছে। দুর্দিনে অসহায় ওইসব পরিবার রেশন সামগ্রী কিনতে সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোবে না। অনুমান সরজমিন তদন্ত না করেই তালিকা তৈরী হয়েছে। তাই ওইসব পরিবারগুলিকে আরকেএসওয়াই- ওয়ানের আওতায় আনা হোক। তা না হলে আরকেএসওয়াই-টু পরিবারদেরও বিনামুল্যে রেশন সামগ্রী দেওয়া হোক।’ যদিও এবিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার শিপ্রা সরকার জানান, ’ কুপনের তালিকা এসেছে। তালিকা নিয়ে অভিযোগ প্রচুর আসছে। খুবই গরীব, অসহায়, বিধবা, এমন বহু পরিবারের নাম আরকেএসওয়াই-ট তালিকায় এসেছে বলে অভিযোগ পেয়েছি। তাই বিষয়টি পুনরবিবেচনার জন্য মহকুমা ও জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি।’ যদিও এবিষয়ে কেন মন্তব্য করতে চায়নি দুর্গাপুর মহকুমা খাদ্য নিয়ামক দফতর।

রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): দিল্লির রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল রবিবার পরিদর্শন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। উল্লেখ করা যেতে পারে এই হাসপাতালটি পুরোপুরি ভাবে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য সমর্পিত।

দিল্লিতে এখনও পর্যন্ত করোনায় সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৮৯৩। হাসপাতাল পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমানে এই হাসপাতলে ১৭৭ জনের চিকিৎসা চলছে। যার মধ্যে ১৭৫ জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। বাকি দুইজনের নেগেটিভ। এদের মধ্যে ১০ থেকে ১২ জনকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। সবার অবস্থাই স্থিতিশীল।আশঙ্কাজনক অবস্থা কারোরই নয়। বিগত ১৪ দিনে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার হার কমতে শুরু করেছে।যা সকলকে আশা দেখাচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তরফ থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে মারণ এই রোগে এখনও পর্যন্ত ৫০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে গোটা দেশে। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৫৭১২।

নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিল সাঁইথিয়া পৌরসভা

সাঁইথিয়া, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): সাঁইথিয়া পৌরসভার উদ্যোগে ভবঘুরে মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষদের খাবার বিলি।বীরভূম জেলায় ছয়টিটি পুরসভার অন্যতম সাঁইথিয়া পৌরসভা।বীরভূমের অন্যতম বাণিজ্য শহর সাঁইথিয়া। এই শহরের কাজের তাগিদে অন্যান্য অঞ্চল থেকে বহু মানুষ আসেন। ঠেলাওয়ালা থেকে শুরু করে সবজিওয়ালা। তাদের অনেকের এই শহরের ফুটপাত তাদের ঘরবাড়ি। পেটের তাগিদে কখনো খোলা আকাশের নিচে কখনো দোকানের বারান্দায় তারা দিন কাটায়। আবার এমন অনেক মানুষ আছেন যারা মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে। শুধু এরাই নয় শহরের গরীব নিরন্ন মানুষ এদের সকলের কথা চিন্তা করে সাঁইথিয়া পুরসভার উদ্যোগে শুরু হয়েছে মধ্যাহ্নকালীন খাবার বিতরণ। পুরসভা চত্বর থেকে ভবঘুরে দের গাড়িতে করে খাবার নিয়ে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে ভবঘুরে মানসিক ভারসাম্যহীন নিরন্ন মানুষগুলোর মুখে খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

লকডাউনে রোজগার বন্ধ, কাঁকসার শিবপুরে খাবারের দাবীতে পথে নামল বাসকর্মীরা

দুর্গাপুর, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): লকডাউনে বন্ধ কাজ। বন্ধ রোজগার। আর তার জেরে চরম অনটনে দিন কাটছে। সংসার চরম খাদ্য সঙ্কট। অভিযোগ খোঁজ খবর নেয়নি কেউ। তেমনই জোটেনি সরকারি সহায়তা। খাবারের দাবীতে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে সড়কে বসে পড়ল বাসকর্মীরা। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসার বিদবিহার এলাকায়।

ঘটনায় জানা গেছে, এদিন কাঁকসা বিদবিহার এলাকায় অস্থায়ী বাসকর্মীরা খাদ্য সামগ্রী”র দাবিতে শিবপুর-মুচিপাড়া রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। হাতে খাবার চাই দাবীতে প্ল্যাকার্ড। বিক্ষোভ”কে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মলানদীঘি ফাঁড়ির পুলিশ।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ,’ কাঁকসার শিবপুর, মুচিপাড়া সহ বেশ কিছু রুটের বাসের অস্থায়ী কর্মী। লকডাউনের জেরে রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের হওয়ায় পঞ্চায়েত থেকেও কেন খাদ্য সামগ্রী জোটেনি। সংসার চরম অনটন নেমে এসেছে। তাই খাদ্য সামগ্রী”র দাবিতে পথে নামতে বাধ্য হয়েছি।’ প্রায় ঘন্টাখানেক বিক্ষোভ চলার পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়।

বিক্ষোভকারী বাসকর্মী লালু কর্মকার ও দীপক ঘোষ বলেন, ’আমরা যেদিন বাসে কাজ করি সেই দিনের হাজিরা বাস মালিকরা দেয়। লকডাউন থাকায় বাস পরিসেবা বন্ধ। আমাদের রোজগার বন্ধ। বাস মালিকরা অতি সামান্য সাহায্য করেছিলো। পঞ্চায়েত থেকে দরিদ্র পরিবার গুলিকে খাদ্য সামগ্রী দিয়েছে। কিন্তু আমরা মধ্যবিত্ত পরিবার হওয়ায় সামাজিক লজ্জায় খাদ্য ছয়ের পাতায়

গড়িয়াহাট থানার অন্তর্গত দুস্থদের খাদ্য বিলি পুলিশের

কলকাতা,১৯ এপ্রিল (হি স): লকডাউনের জেড়ে গৃহবন্দি তিলতমাবাসী। কিন্তু এই লকডাউনে যেন মানবিকতার নজির গড়েছেন কলকাতা পুলিশ। কখনও গান গেয়ে আবার কখনও খাদ্যবিলি করে সাহায্য করছে শহরবাসীকে।   রবিবার গড়িয়াহাট থানাগুলির অন্তর্গত বস্তি অঞ্চলে খাদ্যবিলি গড়িয়াহাট থানার পুলিশের তরফে।

করোনা আতঙ্কে জেরবার শহরতলী। সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। লকডাউন থেকে বাদ যায়নি কলকাতাও। কিন্তু লকডাউনের জেরে চরম সমস্যায় পরতে হচ্ছে দিন আনে দিন খায় মানুষগুলোকে তাই এবার মানবিক রূপ নিয়ে দুঃস্থ মানুষদের হাতে খাবার তুলে দিলো কলকাতা পুলিশ। গড়িয়াহাট থানা অন্তর্গত বস্তি অঞ্চলের দুঃস্থ পরিবার, পরিযায়ী শ্রমিক, ভবঘুরে (রাত্রিবাসে স্থিত) দের খাবার বিতরণের মাধ্যমে খাদ্য বিলি করে সাহায্যের হাত বাড়ালো কলকাতা পুলিশ।

মাস্ক বিলি না করে বাজার গুলি স্যানিটাইজড করায় জোর দিক বণিক সভা, ক্ষুব্ধ মন্ত্রীর ফোন পুর কমিশনারকে

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): মাস্ক বিলি নয় বরং বাজার গুলি স্যানিটাইজড করায় জোর দিক বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এর বণিক সভা। ক্ষোভ প্রকাশ করে এমনটাই জানালেন ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডে। এর পরেই ফোন লাগান পুরকমিশনার খলিল আহমেদকে। জানতে চান পুরো বিষয়টি।

রবিবার সকালে শ্যামবাজার বাজার পরিদর্শনে যান ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডে। বাজারে গিয়ে দেখা গেল বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এর পক্ষ থেকে ডিসপোজেবল মাস্ক বিলি করা হচ্ছে যারা বাজার করতে আসছেন তাদের কে। মন্ত্রী বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করেন মাস্ক বিলি করতে তাদের কে আদেশ দিয়েছেন? চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ থেকে বলা হয় পুরো কমিশনার তাদের এই দায়িত্ব দিয়েছেন। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের এই উদ্যোগ দেখে রেগেমেগে খলিল আহমেদ কে ফোন করে পুর বিষয়টি জানতে চান মন্ত্রী সাধন পান্ডে। ফোনের ওপার থেকে পুরো কমিশনার মন্ত্রী কে বলেন বাজার সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে যা যা করণীয় তাই করতে বলা হয়েছে চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের। তৎক্ষণাৎ ফোন রেখেই সাধন পান্ডে চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের বলেন, ’আমার এলাকায় মাস্ক আমিও বিলি করতে পারব। এটা বড় কোন বিষয় নয়। বাজারের মানুষ যাতে সুস্থ সবল থাকে সেটাই আপনারা ব্যবস্থা করুন। আপনারা বাজার স্যানিটাইজ করার দায়িত্ব নিন। বাজারে এত লোক প্রতিদিন আসছে তাই প্রত্যেক বাজারটা স্যানিটাইজ হওয়া দরকার। প্রয়োজনে আমি দমকল কে বলে দিচ্ছি ওরা ইঞ্জিন পাঠিয়ে দেবে। দমকলের সঙ্গে সহযোগিতা করে আপনারা বাজার স্যানিটাইজ করুন। তাই মাস্ক বিলি করার প্রয়োজন নেই।’

এদিন শ্যামবাজারের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বাজারে আগত ক্রেতা ও বিক্রেতা দের হাতে কাপড়ের তৈরি মাস্ক তুলে দিলেন মন্ত্রী সাধন পান্ডে। সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ সারতে বলেন। অনেকের সচেতনতার অভাব দেখে ধমক দিয়ে মাস্ক লাগাতে বলেন।

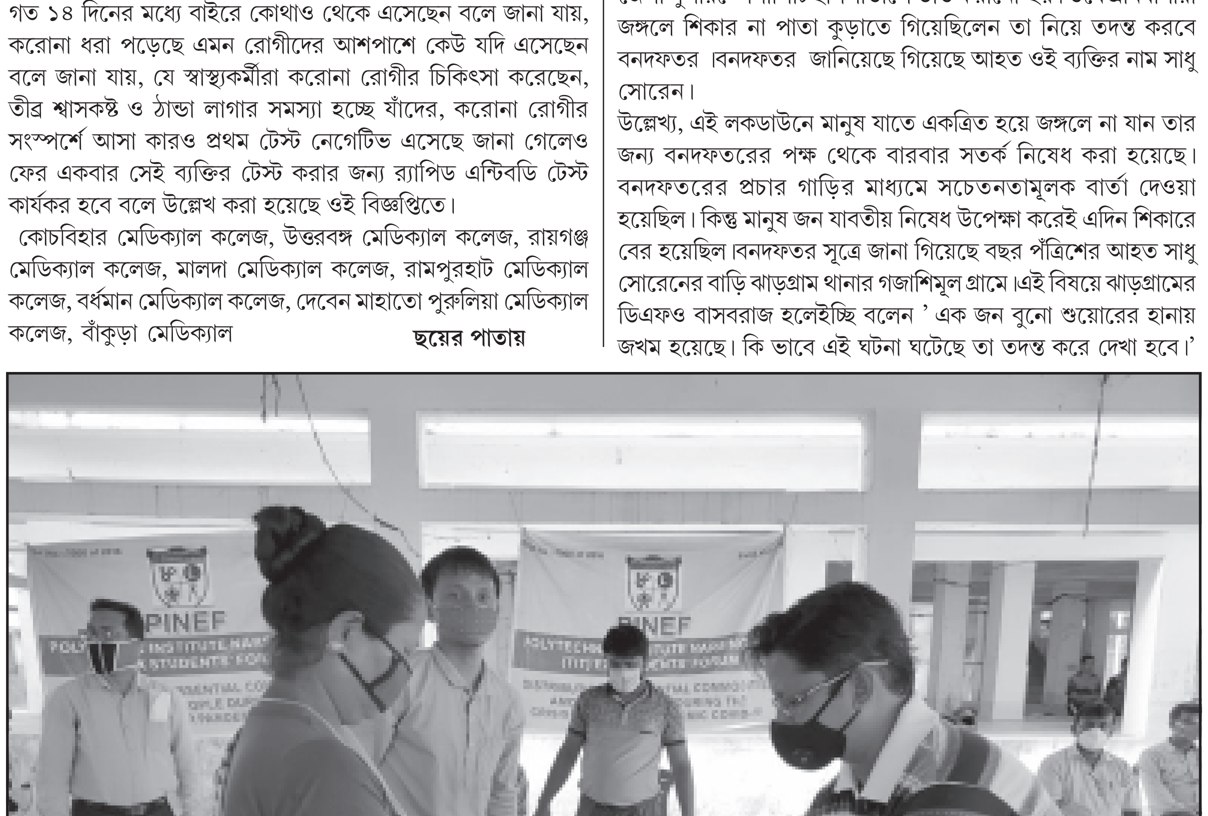

মোহনপুর মহকুমা অন্তর্গত বড়কাঠাল এলাকায় টিআইটি নরসিংগড় প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনা আবহে সল্টলেকে দুস্থদের খাদ্য সামগ্রী বিলি মুকুলের

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহরবাসী। আর করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। আর এই লকডাউনের জের রুজি রোজগারের টান পড়েছে অনেকেরই। কপালে ভাঁজ পড়েছে দুস্থ অসহায়দের। আর তাই করোনা আবহে রবিবার সরকারের খাদ্য সামগ্রী বিলি করলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়।

ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা আতঙ্কে থরহরিকম্প শহরতলী । আর তাই করোনা সংক্রমণ এড়াতে চলছে লকডাউন। কিন্তু লকডাউনের এর জেরে চরম সমস্যায় দুস্থ অসহায় মানুষ গুলো। আর তাই এই অসহায় দুস্থদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালে বিজেপি নেতা মুকুল রায়। দিন সল্টলেকে দুস্থদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিলি করলেন মুকুল রায়।

লকডাউন অমান্য করায় গড়িয়ায় কান ধরে উঠবোস করাল কলকাতা পুলিশ

কলকাতা,১৯ এপ্রিল (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে চলছে লকডাউন। লকডাউনে কড়াকড়ি কলকাতা পুলিশের। নিয়ম অমান্য করলেই চলছে ধরপাকড়। অকারনে রাস্তায় বেরোলে পাঠানো হচ্ছে বাড়ি। কোথাও বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার কোথাও কড়া হাতে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। আর ঠিক তেমনই রবিবার কারণ ছাড়া রাস্তায় বেরোনোয় গড়িয়ায় কান ধরে উঠবস করাল কলকাতা পুলিশ। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আর তাই করোনা সংক্রমণ রুখতে তৎপর প্রশাসন। টালিগঞ্জ থেকে চারু মার্কেট শ্যামবাজার থেকেসর্বত্রই সক্রিয় পুলিশ। নিয়ম অমান্য করায় চলছে স্পট ফাইন। গড়িয়া,চারু মার্কেট এলাকায় আইনভঙ্গকারীদের রীতিমতো কান ধরে উঠবোস করাচ্ছে পুলিশ।

বুদবুদ বাজারে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে স্যানিটাইজেশন

দুর্গাপুর, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): লকডাউনে বন্ধ দোকান বাজার। বন্ধ সড়কে যান চলাচল। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সব্জি ও ফলের বাজার। করোনা মোকাবিলায় রবিবার বুদবুদ বাজারে গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে স্যানিটাইজেশন করা হল। রবিবার দুপুরে কাঁকসা দমকল বাহিনীর সহযোগিতায় গোটা বাজারে স্যানিটাইজেশন শুরু হয়। হাইড্রোক্লোরাইড দিয়ে করা স্যানিটাইজেশন।

পুলিশি অভিযান

আটের পাতার পর

দ্রুত দোকান বন্ধ করে দেন।

ডিএসপি (সদর) ধীমান মিত্র বলেন, পতিরাম, পার পতিরাম থেকে লকডাউন অমান্য না করার প্রচুর অভিযোগ আমরা পাচ্ছিলাম। পর পর দুইদিন পুলিশ ও প্রশাসনের অভিযান চালানোর পর ব্যবসায়ীদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এরপর নিয়মভঙ্গ করে দোকানপাট খুললে ও বাজারে অকারণ আড্ডা দিলে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনমাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হব। বালুরঘাটের মহকুমাশাসক বিশ্বরঞ্জন মুখার্জী সকলকে সতর্ক করে লকডাউন চলাকালীন বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেন।

পিষ্ট চালকের মৃত্যু

আটের পাতার পর

মৃত চালকের নাম দীপেন খাঁ (৪২)। বাড়ি মেজিয়া থানার পলাশী গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চালক ছাই পুকুর থেকে ডাম্পার লোড করে কয়েকশ মিটার যেতেই তার গাড়িতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। আচমকা গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। সেল্ফ''র গন্ডগোলের জন্যই স্টার্ট নিচ্ছিল না বলে অন্যান্য ডাম্পার চালকদের বক্তব্য। তখন তিনি গাড়ি গিয়ারে রেখেই নীচে নেমে ডাম্পারের তলায় ঢোকেন। খালাসী টর্চ জ্বেলে বাইরে থেকে আলো দেখাচ্ছিলেন। মেরামতির সময় সেল্ফে হাত দিতেই গাড়ি স্টার্ট নিয়ে এগিয়ে যায়। খালাসী লাফিয়ে প্রাণ বাঁচালেও চালক ডাম্পারের পিছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। খালাসিও অল্প বিস্তর জখম হন। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শ্বাসকষ্টে ভোগা স্বামীর জন্য অক্সিজেনের আশায় হাসপাতালে বসে স্ত্রী

হুগলি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): চলছে লকডাউন। গ্রামের চিকিৎসকের পরামর্শ মত বহু কষ্টে একটি টোটো জোগার করে প্রায় ১০ কিমি পারি দিয়ে শ্বাসকষ্টে ভোগা স্বামীকে নিয়ে সদর হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন মহিলা। কিন্তু সেখানেও ভর্তি করা হল না। অগত্যা হাসপাতালে বর্হিবিভাগের টিকিট কাউন্টারের সামনেই স্বামীকে নিয়ে পরে রইলেন স্ত্রী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালের।

সূত্রে জানা যায়, পোলবা থানার গোটু এলাকার বাসিন্দা পেশায় চাষীভাই লক্ষ্মন চন্দ্র মালিক(৪২) কয়েকদিন ধরে কাশি ও শ্বাসকষ্ঠজনিত কারনে ভূগছিলেন। গ্রামের হাঁতুড়েকে দেখিয়ে কোন কাজ না হওয়ায় গতকাল স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে লক্ষ্মনবাবুকে নিয়ে যান তাঁর স্ত্রী মৌসুমি মালিক। সেই চিকিৎসক তড়িঘড়ি তাঁকে চুঁচুড়া হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেন বলে মৌসুমি দেবীর দাবি। লকডাউনের মধ্যে রাতে কাউকে না পেয়ে রবিবার সকালে স্থানীয় এক টোটো চালককে অনুনয়-বিনয় করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু অভিযোগ এমারজেন্সিতে তাঁর শ্বাসকষ্টের কথা শুনে বর্তমান পরিস্থিতিতে হাসপাতালে খোলা বিশেষ আউটডোরে তাঁকে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁকে ৩ দিনের জন্য অ্যাজিথ্রোমাইসিন ৫০০, ফেমোটিডিন ৪০ এবং প্যারাসিটামল ৬৫০ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

মৌসুমি দেবী বলেন স্বামীর শ্বাসকষ্টের কথা অনেক করে বললাম, কিন্তু অক্সিজেন দেওয়ার কোন ব্যাবস্থাই করল না। এত কষ্ট করে এসে এই অবস্থায় স্বামীকে কি করে ঘরে নিয়ে যাই? তাই সকাল ১১টা থেকে ঘড়ির কাটা দুপুর ৩টে হয়ে গেল এখনও ভর্তির নেওয়ার আশায় এখানেই বসে রয়েছি। এদিকে লক্ষ্মনবাবুও চরম শ্বাসকষ্ঠ নিয়ে বলছেন আমাকে একটু অক্সিজেন দিন, একটু অক্সিজেন পেলেই আমি ঠিক হয়ে যাবো!

দপ্তর

● প্রথম পাতার পর

ছিলো , তখন বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে প্লাস্টার খসে পরে দুই কর্মীর বিছানার মাঝে। তাতে আতঙ্কিত হয়ে পরে ব্যারাকের অন্যান্য কর্মীরা। দপ্তরের এক কর্মী আরো জানান বৃষ্টির সময় মাটি ভেজার আগে তাদের রুমে জল পরে ভেসে যায়। পাশাপাশি এই বিল্ডিংটির ইলেকট্রিক লাইনের অবস্থা বেহাল। দপ্তরের এক কর্মী জানান নিরাপদে কাজ করতে সরকার যেন নজর দেয়। সবমিলিয়ে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যদিয়ে নিজেদের জীবন মৃত্যুর কাছে বাজি রেখে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। অতিসত্বর বিকল্প ব্যবস্থা না করলে যে কোনো সময় বিপদের সম্মুখিন হতে হবে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হচ্ছে পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

হতে হচ্ছে কিংবা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন রয়েছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত খতিয়ে দেখেন জেলা পুলিশ সুপার।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে কৈলাশহর থানায় প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে জেলা পুলিশ সুপার রতি রঞ্জন দেবনাথ বলেন লকডাউন এর প্রথম পর্যায়ের শেষে বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায় চলছে। আর সে ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন নিয়ম সংযোজন হচ্ছে। সেই নতুন নিয়ম বা নতুন আইন সম্পর্কে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জওয়ানরা অবগত আছেন কিনা বা তাদের নিয়ম পালন করতে কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কিনা, সেসব ব্যাপারে তাদের সাথে খোলামেলা কথা বলা হয়। পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশগুলি সম্পর্কে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জওয়ানকে অবহিত করা হয়। জেলা পুলিশ সুপার ঊনকোটি জেলার সাধারণ মানুষকে আবেদন জানান যাতে নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করে সবাই প্রশাসনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

তেলিয়ামুড়া সংযোজন ঃ সকলে যেন লক ডাউনকে সঠিকভাবে মানে তার জন্য অন্যান্য দিনের ন্যায় রবিবারও তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় যান বাহন চেকিং-এ বসে মহকুমার ট্রাফিক পুলিশ। এইদিন যে সকল মানুষ বিনা প্রয়োজনে যান বাহন নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে তাদেরকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে মানুষকে সচেতন করা হয়। তবে এইদিন ট্রাফিক পুলিশের চেকিং-এর সময় এক সরকারী কর্মীকে আটক করা হয়। এই সরকারী কর্মী বিনা ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাইক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পরে। এইদিন জেলার ট্রাফিক ডি.এস.পি- র নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন জায়গায় যান বাহন চেকিং করে ট্রাফিক পুলিশ। জেলা ট্রাফিক ডি.এস.পি জানান লক ডাউন চলছে। কিন্তু কিছু মানুষ প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। আবার কিছু কিছু মানুষ বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বের হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মানুষ আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু মানুষ রয়েছে যারা নিয়ম মানছে না।

প্রতিক্রিয়া

আটের পাতার পর

ভক্ষণের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করার দাবি তুলেছে।

উল্লেখ্য, অরুণাচল প্রদেশের গভীর জঙ্গলে বহু বিরল প্রজাতির সাপ তথা সরিসৃপের বিচরণ রয়েছে। গত বছর রাজ্যের পাখে ব্যাঘ্র প্রকল্পে বিষাক্ত প্রজাতির এক ধরনের সাপ আবিষ্কার হয়েছে। ২০১৯ সালের জুলাইয়ে আবিষ্কৃত ওই সাপের নাম রাখা হয়েছিল ট্রিমেরেসুরুস সালাজার।

নামল বাসকর্মীরা

পাচের পাতার পর

সামগ্রী নিতে পারেনি। কিন্তু দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খাবার জোগানে সমস্যা তৈরী হয়েছে। তাই বাধ্য হয়েছি পথে নামতে খাদ্য সামগ্রী''র দাবিতে।'

শিবপুর বাস ইউনিয়নের সম্পাদক উদয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'প্রায় ৫০ জন বাসকর্মী''কে সংগঠনের কোষাগার থেকে ৫০০ টাকা করে এককালীন দেওয়া হয়েছিল।' কাঁকসা বিডিও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন,'বাসকর্মীদের মধ্যে কারা রেশন পাচ্ছে না বা সত্যিই যদি সমস্যা থাকে তাহলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

এন্টিবডি টেস্ট

পাচের পাতার পর

কলেজ, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও এসএসকেএম হাসপাতালে এই র‍্যাপিড এন্টিবডি নমুনা পরীক্ষা হবে।

নির্দেশিকা

তিনের পাতার পর

কৃষকদের খেতের সবজি যাতে ঠিক মতো সাপ্লাই দিতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে লকডাউনের সময় যাতে সাধারণ মানুষের সবজির কোনও খামতি না থাকে তাও সুনিশ্চিত করতে বলেছেন মন্ত্রী।

ছুটি হাসপাতাল থেকে

তিনের পাতার পর

বিদায় দেওয়া হয়েছে। তবে তাদেরও আগামী ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। মন্ত্রী এই চারজনের হাতেও ফলমূলের ঝাঁপি তুলে দিয়ে সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জানান, আগামীকাল লখিমপুর এবং সোনাপুর হাসপাতাল থেকে আরও দুই করোনা-আক্রান্ত রোগীকে ছুটি দেওয়া হবে। তাঁদের সব রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

উল্লেখ্য, অসমে মোট ৩৪ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল ১২ জনকে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত ১৭ জন রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন।

নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বড়জোড়ায় বিক্ষোভ সিপিএমের

বাঁকুড়া, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার কলকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করার দায়ে বাম নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আজ সকালে বড়জোড়ায় বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম কর্মীরা। গতকাল কলকাতায় বিক্ষোভ দেখানোয় পুলিশ সূর্যকান্ত মিশ্র, বিমান বসু, সুজন চক্রবর্তীর মতো নেতাদের গ্রেফতার করে। লকডাউনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রেশন দ্রব্যের দুর্নীতি রোধেও সোচ্চার হন সিপিএম কর্মীরা।

সিপিআই(এম) দলের জেলা কমিটির সদস্য সুজয় চৌধুরী বলেন, আমরা এদিন সরকারি বিধি মেনে ও একটি সচেতন রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিক্ষোভ করে প্রতিবাদ জানিয়েছি। তিনি বলেন, যেভাবে বাম নেতাদের হেনস্থা করে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তা কোনও সভ্য দেশের সরকার করতে পারে না। এটা অত্যন্ত লজ্জার এবং ন্যাক্কার জনক।

তিনি বলেন, করোনা আতঙ্কে সারা বিশ্ব যখন কম্পমান তখন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তথ্য গোপন করা হচ্ছে। আর এ কারণেই বর্তমান পরিস্থিতিতে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, গ্রামীণ মানুষ কেউ নিরাপদ নয়। এমনকি পুলিশও আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই আত্মঘাতী খেলার জন্য রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা রেড জোনে পড়েছে। প্রথম থেকে গোপনীয়তার না রেখে ব্যবস্থা নিলে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপদে থাকত। এখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরীহয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে।

অন্যদিকে, লকডাউনের সুযোগে রেশন দ্রব্যের ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। এইসব সরকারি খাদ্য সামগ্রী শাসক দলের নেতারা দলীয় ত্রাণ বলে মানুষকে ভিক্ষা দিচ্ছেন। আমরা দাবি জানাচ্ছি লাইনে দাঁড় করিয়ে ভিক্ষে নয়, বিত্তশালী বাদে সকলকে বিনা মূল্যে রেশনের মাধ্যমে খাদ্য শষ্য দেওয়া হোক। বিধায়ক সুজিত চক্রবর্তী বলেন এই দুর্নীতির সঙ্গে শাসক দলের নেতারা জড়িত। কয়েকদিন আগে ছাতনায় সরকারি ছাপ দেওয়া বস্তায় লরি করে চাল পাচার হচ্ছিল। স্থানীয়রা আটক করে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ চালসহ গাড়ি আটক করলেও তা ছেড়েও দেয়। জেলার অসংখ্য ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে রেশন দ্রব্য ওজনে কম দিচ্ছেন। কেরোসিনের দাম বেশি নিচ্ছেন। এরকম ভুরিভুরি অভিযোগ হচ্ছে প্রশাসনের কাছে। ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে ইন্দাসে একটি রেশন দোকান সিল করতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন।

সুজিত বাবু বলেন, আমাদের নেতারা প্রতিবাদ করতে গেলে লকডাউন ভাঙার অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। অথচ তৃণমূল নেতারা ত্রাণ বিলির নামে ২ কেজি চাল দিতে গিয়ে ১৬ জন নেতা ঘাড়ে, কাঁধে মাথা রেখে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন। তখন পুলিশ লকডাউন ভাঙা দেখতে পাচ্ছে না। এই কারণেই সাধারণ মানুষের মনে করোনা ভীতি থাকছে না। ! এই আত্মঘাতী খেলার জন্য পশ্চিমবঙ্গে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে।

শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে ঝামেলা, তিনজনের জেল হেফাজত

বাঁকুড়া, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): এক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শিশুর পরিবারের লোকজনদের সাথে কর্মরত জুনিয়র ডাক্তারদের বচসা বাধে।ডাক্তারদের কাজে বাধা দিতে দরজা বন্ধ করে আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ করেন জুনিয়র ডাক্তাররা।এই ঘটনায় তারা বাইরে বেড়িয়ে এসে বিক্ষোভ দেখান।হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত শিশুর পিতা, দাদু ও কাকার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।তার ভিত্তিতে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করে।বাঁকুড়া আদালতের বিচারক তাদের তিরিশ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার সূত্রপাত গত কাল রাতে। বিষ্ণুপুর শহরের কৃষ্ণ গন এলাকার সাড়ে তিন মাসের এক শিশুকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যোল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।এরপর শিশুর পরিবারের লোকজন চিকিৎসকদের জানান যে শিশুটির মৃত্যু হাসপাতালে হয়েছে এই মর্মে শংসাপত্র দিতে। তাদের বক্তব্য তাদের আর্থিক সামর্থ্য নেই, হাসপাতালে মৃত্যু লেখা হলে তাদের সুবিধা হবে কিন্তু চিকিৎসকরা জানান যে এটা করা সম্ভব নয়। তারপর বেশ কিছু লোকজন এসে চিকিৎসকদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, দরজা বন্ধ করে তাদের আটকে রাখা হয়।তারপর পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ জুনিয়র ডাক্তাররা হাসপাতালের বাইরে বেড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান।তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শিশুর পিতা রাজীব রায়, দাদু মহাদেব রায় ও কাকা রাজ রায় কে গ্রেফতার করে।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপার ডা: গৌতম নারায়ণ সরকার জানান, বিষ্ণুপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত শিশুটি এখানে ভর্তি হওয়ার আগেই মারা যায়, কিন্তু শিশুর পরিবারের লোকজন ডাক্তারদের উপর চাপ সৃষ্টি করে হাসপাতালে মারা যায় এই মর্মে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে বলে, ডাক্তাররা সেটা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিলে তাদের দরজা বন্ধ করে আটকে রাখা হয়। মৃতের পরিবারের লোকজন দলবল নিয়ে এসে ডাক্তারদের উপর চড়াও হয়, মারপিট করে।এই ঘটনায় জুনিয়র ডাক্তাররা কাজ বন্ধ করে দেয়।তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এই ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করে।তাদের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টা, সরকারী কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ৩০৭, ৩৫৩, ৩৩৩ সহ নানা ধারা জারি করেছে পুলিশ। বাঁকুড়া আদালতের বিচারক তাদের তিরিশ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রেলের

● প্রথম পাতার পর

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। রবিবার আগরতলা রেল ষ্টেশনে রেলের উদ্যোগে তৈরি সেই কোচ গুলি ঘুরে দেখে এই কথা বলেন তিনি।

রেলের কোচের মধ্যে যে আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে সেখানে ১৩৫ জন আক্রান্তকে রাখা যাবে। হাসপাতালে থাকা সমস্ত অত্যাধুনিক ব্যবস্থা এই কোচের মধ্যে রয়েছে। এই সময়ে রেল দপ্তরের এধরনের উদ্যোগকে সময়পজোগী বলে জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

দোকানীরা

● প্রথম পাতার পর

পড়া ভিড়। ছিল না কোন শৃঙ্খলা। ছিল না সামাজিক দূরত্ব নামে কোন বালাই। এক সাথে দুই বা তিন নয় জড়ো হয়েছে বহু লোক। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুখে মাস্ক লাগানো বাধ্যতা মূলক করা হয়। কিন্ত এইদিন বাজারে আসা অধিকাংশ ক্রেতা বিক্রেতাদের মুখে ছিল না মাস্ক। এক কথায় সবকিছু ছিল প্রশাসনের নিয়েন্ত্রনের বাইরে। বাজারের চিত্র দেখলে মনে হবে না লক ডাউনের মধ্যে এই বাজার মিলেছে। বাজারে আশা এক ক্রেতা নিজেই জানান বাজারে যথেষ্ট লোকের ভিড়। বাজারে আশা ক্রেতা বিক্রেতারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে না। প্রশাসনের নির্দেশও মানা হচ্ছে না।

তৃণমূল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে রেশনের চাল পাচারের অভিযোগে হুগলিতে উত্তেজনা

হুগলি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): কাউন্সিলর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রেশনের চাল পাচার করে নিজের গোডাউনে ঢোকাচ্ছেন, শনিবার এমনি ছবি টুইট করে তোপ দাগেন কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয় বর্গীয়।অভিযুক্ত কাউন্সিলের ছবি সহ এই কর্মকাণ্ডে সরগরম হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়াতেও।আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। শ্রীরামপুরের বিজেপি সভাপতি শ্যামল বোস অভিযোগ করেন শ্রীরামপুর পৌরসভার সাত নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্তোষ সিং কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকারের দেওয়া চটের বস্তায় চাল ভ্যানে করে পাচার করে নিজের গোডাউনে নিয়ে যাচ্ছেন। এবং সরকারি জিনিস পার্টির নামে মানুষকে দিয়েও দেওয়া হচ্ছে সেই চাল ও ডাল। এ বিষয়ে নিয়ে জেলা শাসক ও মহকুমাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ অবিলম্বে এর তদন্ত করতে হবে। গরীব মানুষের মুখের অন্য এই ভাবে নিয়ে নিচ্ছে তৃনমুলের নেতারা।

এদিকে, বিজেপির এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রবিবার শ্রীরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করলেন অভিযুক্ত কাউন্সিলর সন্তোষ সিং। এদিন থানায় সন্তোষ সিং এর সাথে উপস্থিত ছিল উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, হুগলি জেলা তৃণমুল সভাপতি দিলীপ যাদব সহ একাধিক তৃনমুল নেতৃত্বরা।কাউন্সিল সন্তোষ সিং দাবি করেন বিজেপির করা এই অভিযোগ সম্পুর্ণ মিথ্যা, কঠিন সময়ে মানুষের পাশে না থেকে শুধু মাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য ওরা এই কাজ করে যাচ্ছে। লকডাউনের পর থেকে বিভিন্ন মানুষের খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করছি আমরা, যে সব জিনিস দেওয়া হচ্ছে সেটি কোথা থেকে কেনা হচ্ছে তার বিল, রসিদ সব আমাদের কাছে আছে। চটের বস্তার চালও কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তার রসিদ ও আমার কাছে আছে। কোর্ট খুললেই কৈলাশ বিজয় বর্গীয় বিরুদ্ধে আমরা মান হানির মামলা করবো।

এদিকে এই ঘটনায় ঘোলা জলে মাছ ধরতে ময়দানে নেমে পরেছে সিপিএম। সিপিএম নেতা শিব মঙ্গল সিং ঘটনার পুর্নাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। এ বিষয় নিয়ে আগামি কাল তারা নিয়ম মেনেই একটি বিক্ষোভ দেখাবে বলে জানিয়েছে।সব মিলিয়ে কাউন্সিলের চাল পাচার নিয়ে এখন সরগরম জেলা হস সর্বত্র।

ঘোড়াদের খাবার যোগাচ্ছে বন দফতর

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি. স): শহর কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্য ঘোড়ায় টানা এক্কাগাড়ি। কিন্তু এই লকডাউনের বাজারে কেমন আছে সেই এক্কাগাড়ির বাহকরা? খোঁজ নিয়ে দেখা গেল প্রায় প্রত্যেকের অবস্থাই জীর্ণ শীর্ণ। খাবার মিলছে না বহুদিন। এই পরিস্থিতিতে তাদের পাশে দাঁড়ালেন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। পশু খাবার তুলে দিলেন এই ঘোড়ার দেখাশোনা যারা করে তাদের হাতে। পোষ্য তথা লক্ষ্মী লাভের অন্যতম কারিগরের জন্য খাবার পেয়ে রীতিমতো খুশি এই এক্কাগারির মালিকরা।

শহর কলকাতা অন্যতম দর্শনীয় স্থান ভিক্টোরিয়ার কাছে গেলেই দেখা মেলে সারি সারি ঘোড়ার গাড়ির। এদের অধিকাংশই থাকে হেস্টিংস এলাকায়। এমনিতে এদেরকে দেখতে চকচকে হলেও নকাউন এর সময় বেশ কিছুদিন খাবার না পেয়ে নেতিয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলি। পকেটে টান থাকায় বেশি দাম দিয়ে পশুখাদ্য কিনতে পারছিলেন না তাদের মালিকরা। এই পরিস্থিতিতে বনমন্ত্রীর এহেন উদ্যোগে কার্যত কৃতজ্ঞ এক্কা গাড়ির মালিকরা।

বনদফতরের অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে বনমন্ত্রী খোদ পৌঁছে যান শহর কলকাতার ঐতিহ্য বাহক ঘোড়াদের খাবার যোগান দিতে।রাজীববাবু এই প্রসঙ্গে বলেন, 'লকডাউনের সময় পশুদের দিকেও নজর দিতে হবে। কলকাতায় অন্যতম পরিচয় এই জায়গা। কত মানুষ এসে এই ঘোড়ার গাড়ি চাপেন। সেই ঘোড়াগুলি যদি এখন খেতে না পায় তাহলে খুব সমস্যা। ওদের যাতে খাবারের সমস্যা না হয় তাই আমরা এখানে খাবার পাঠাব।' পাশাপাশি কোনও সমস্যা হলেই তাঁকে জানাতে বলেছেন মন্ত্রী।

মূলত বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠান বাড়িতে কিছু ঘোড়া ভাড়া দেওয়া হয়। আবার কিছু ঘোড়া ময়দানে ছাড়া থাকে তাতে মানুষ চাপে। আবার কিছু ঘোড়া এক্কা গাড়ি টানে। যে গোলাগুলি এক্কাগাড়ি টানে তাদের যেহেতু ছেড়ে রাখা হয়না তাই এখন তাদের ছাড়ার ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এছাড়া ময়দানের যে ঘোড়া গুলিকে ছাড়া থাকে সেখানে ঘাস কাটার জন্য এখন মালি নেই তাই সেখানেও তাদের ঘাস খেতে অসুবিধা হচ্ছে। পশুপ্রেমী সংস্থাগুলি তরফে অবশ্য খাবার দেওয়া হয়েছিল তবে তা এতই সামান্য যে তিন দিনে শেষ হয়ে গিয়েছে এরপরে কিভাবে দিন কাটবে তা ভেবে চরম চিন্তার মুখে পড়েছিলেন ঘোড়া ব্যবসায়ীরা। এই পরিস্থিতিতে বনদফতর এর সাহায্য অনেকটা বর পাওয়ার মত কাজ করলো বলেই মনে করছেন তারা।

এখন সর্বসাকুল্যে ১৩০ টি ঘোড়া রয়েছে। এই ঘোড়া গুলি খাবার না পেয়ে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কিন্তু লক ডাউন থাকায় পশু চিকিৎসক মিলছে না। সরকারের কাছে এই ঘোড়ার ব্যবসায়ীদের আবেদন যদি এই সময়ে ঘোড়াদের জন্য সামান্য কিছু খাবার পাওয়া যায় এবং একই সঙ্গে যাতে তাদের অফিস কোথায় পশু চিকিৎসকের সাহায্য মেলে তাহলে তারা উপকৃত হবেন।

লকডাউনের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় আগুন লেগে পুড়ে গেল পনেরোটি দোকান

পিয়ালি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): লকডাউনের মধ্যেই আগুন লাগলো দক্ষিণ ২৪ পরগণার পিয়ালি বাজারে। রবিবার দুপুরে পিয়ালি রেল ব্রিজ সংলগ্ন বাজার এলাকায় আগুন লাগে। আগুন লাগার কারণে পরপর পনেরোটি দোকান পুড়ে যায়। এই এলাকায় মূলত সব্জির দোকান বসতো। স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান, পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভায়। দমকলের প্রাথমিক অনুমান ইলেকট্রিক শট সার্কিটের ফলে আগুন লাগতে পারে। একেতে লকডাউন, রোজগার প্রায় বন্ধ, তার উপর আগুনে দোকান পুড়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে এই ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের।

রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ হটাৎ আগুন লেগে যায় পিয়ালি রেল ব্রিজের নিচে অবস্থিত সব্জি বাজারে। লকডাউন চলায় বাজারে লোকজন সেভাবে ছিল না। যে দু একজন বাজারে ছিলেন তারাই প্রথমে আগুনের ফুল্কি দেখতে পান। তাদের চিৎকার শুনে আশপাশ থেকে মানুষজন বেড়িয়ে আসেন। আগুন নেভাতে নিজেরাই বালতি হাতে নেমে পড়েন। প্রাথমিক ভাবে এলাকার মানুষের চেষ্টাতেই আগুন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আসে, পড়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে বাকি আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। খবর পেয়ে ঘুটিয়ারিশরীফ ফাঁড়ির পুলিশ ও পিয়ালি ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কিভাবে আগুন লাগল সে বিষয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

লকডাউনের মাঝে পেঁচা দেখতে ভিড় শহরের আবাসনে

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি স):করোনা সংক্রমণে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। গৃহ বন্দি শহরবাসী। কিন্তু হঠাৎ লকডাউনের সকালে যাদবপুর লাগোয়া বিজয়গড়ের আজাদগড়ে হুলুস্থুলু। তাও কিনা লক্ষ্মী পেঁচা দেখতে। রবিবার আজাদগড়ে হেমাঙ্গিনী আবাসনে লক্ষ্মীপেঁচা দেখতে ভিড় জমায় বহু মানুষ ।হেমাঙ্গিনী আবাসনের চারতলার সিড়িতে দেখা মেলে একটি ধবধবে সাদা রংয়ের লক্ষ্মীপেঁচার। মুহুর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়তে। নতুন অতিথিকে দেখতে আবাসনে আশেপাশের এলাকা থেকেও মানুষ ভিড় জমায়। নতুন অতিথির আপ্যায়ন এর ব্যবস্থা করে তারা। কিন্তু করোনা সংক্রমণ এড়াতে সুরক্ষা বজায় স্থানীয় ক্লাবের ছেলেরা উদ্যোগ নিয়ে ভিড় সরিয়ে দেয়।

পারলে কালই টেস্ট খেলতেন মইন

টেস্ট ক্রিকেট আবার কবে মাঠে গড়াবে, সেটি অনিশ্চয়তার স্রোতে দোদুল্যমান। তবে মইন আলির আর তর সইছে না। ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে জায়গা হারানো ক্রিকেটার নিজেকে এখন প্রস্তুত মনে করছেন লাল বলের লড়াইয়ের জন্য। এই অলরাউন্ডার বলছেন, পারলে কালই টেস্ট খেলতে নেমে যেতেন।

ফর্মহীনতায় গত অ্যাশেজের মাঝপথে টেস্ট দল থেকে ছিটকে পড়েন মইন। পরে জায়গা পাননি বোর্ডের লাল বলের কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও। এরপর নিজেই সিদ্ধান্ত নেন এই সংস্করণ থেকে বিরতিতে যাওয়ার। নিউ জিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য সম্ভাব্য বিবেচনা থেকে প্রত্যাহার করে নেন নিজেকে।এরপর তিনি খেলেছেন কেবল সীমিত ওভারের সংস্করণে, জাতীয় দলে ও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। যেখানে পারফর্ম করে টেস্ট দলে ফেরার দাবি জানাতে পারতেন, সেই কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ পিছিয়ে গেছে করোনাভাইরাসের কারণে। মইনের তবু বিশ্বাস, এখন তিনি টেস্টের জন্য তৈরি!

ইংল্যান্ডের দা গার্ডিয়ানকে ৩২ বছর বয়সী অলরাউন্ডার বলেছেন, বিরতিতে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছেন তিনি।

"সত্যি বলতে, সম্ভবত এখন আমি প্রস্তুত। এটা স্পষ্ট যে, আমাকে ভালো খেলতে হবে এবং যোগ্যতা দিয়েই দলে জায়গা ফিরে পেতে হবে। তবে প্রস্তুতির দিক থেকে, অবশ্যই ধারণা থেকেই বলছি, কালকেই যদি একটি টেস্ট ম্যাচ থাকে এবং আমাকে ডাকা হয়, আমি বলব যে 'আমি প্রস্তুত'।"

ইংল্যান্ডের পরবর্তী টেস্ট সিরিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, ঘরের মাঠে। তবে কোভিড-১৯ রোগের প্রকোপে শঙ্কা আছে সেই সিরিজ নিয়ে। করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট অনিশ্চয়তায় শঙ্কিত তিনিও।

"আমরা সবাই এখন ক্রিকেট মিস করছি। করোনাভাইরাস সবাইকে এই উপলব্ধিটা করাচ্ছে যে আমরা কী ভালোবাসি। পুরো গ্রীষ্মই (ক্রিকেট মৌসুম) কেড়ে নিতে পারে এটি, তা হবে ভয়ানক ব্যাপার।"

ক্রিকেটবিহীন এই সময়ে নিজেকে তিনি আবিষ্কার করেছেন নতুনভাবে।

"এখনকার এই বিরতিতে আমার উপলব্ধি হয়েছে যে, যখন কোনো নেতিবাচক মন্তব্য নিজেকে ঘিরে রাখে, কেবল এটাই করার আছে যে কোনোভাবে মনোযোগ ধরে রাখা। মানসিকভাবে আরও শক্ত হতে হবে এবং নেতিবাচকতাগুলোকে ছেঁকে ফেলতে হবে।"

করোনাভাইরাসের এই সময়ে কঠিন বাস্তবতার উপলব্ধিও হয়েছে মইনের।

"বিশ্বে এখন এত কিছু হয়ে যাচ্ছে, এটিই উপযুক্ত সময় ভাবার। উপলব্ধি করতে পারছি যে, পৃথিবীতে কতদিন থাকব জানি না, তাই লোকে আমাকে নিয়ে কী বলল, সেটির কোনো মূল্য নেই। যদি গণমাধ্যমের কেউ কারও ক্রিকেট নিয়ে কথা বলে, বুঝতে হবে তারা স্রেফ নিজের কাজই করছে এবং তাতে প্রভাবিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।"

"যে কেউই যা কিছু বলেছে, সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এই পরিস্থিতি। যখন খেলায় ফিরব, নতুন করে যাত্রা শুরু হবে। অতীতে একটা সময় নিজেকে বলির পাঁঠা মনে হয়েছে, এখন সেই ভাবনা থেকে বের হয়ে এসেছি। সময় এখন সামনে তাকানোর।"

ইংল্যান্ডের হয়ে ৬০ টেস্ট খেলেছেন মঈন। ১০৪ ইনিংসে ৫ সেঞ্চুরি ও ১৪ হাফ সেঞ্চুরিতে ২৮.৯২ গড়ে করেছেন ২ হাজার ৭৮২ রান। অফ স্পিনে ২৮.৯৭ গড়ে উইকেট নিয়েছেন ১৮১ টি।

দলবদলের বাজারে লাগাম টানবে করোনাভাইরাস?

করোনাভাইরাস পরবর্তী সময়ে যে ফুটবল বিশ্বের চেহারা অনেকটাই পাল্টে যাবে, তা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। ক্লাবগুলো আর্থিক সঙ্কটে পড়ায় লাগাম টানতে হতে পারে দলবদলের বাজারে। হালের 'সবচেয়ে মূল্যবান' ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপের ট্রান্সফার ফি নাকি নেমে আসতে পারে সাড়ে তিন থেকে চার কোটি ইউরোয়।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বের প্রায় সব দেশে বন্ধ রয়েছে ফুটবল।

খেলা বন্ধ থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ক্লাবগুলোর আয়ও কমে গেছে। আর্থিক ভারসাম্য ধরে রাখতে অনেক ক্লাব খেলোয়াড়, স্টাফদের বেতন কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই সঙ্কটের বড় প্রভাব পড়তে পারে ফুটবলের দলবদলের বাজারে। তাতে খেলোয়াড়দের দাম অনেকটা কমে যাবে বলে মনে করেন ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য দানিয়েল কোহেন-বেনদিত।

গত কয়েক বছর ধরে দলবদলের বাজারে খেলোয়াড়দের দাম বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। চোখ কপালে তোলার মতো অর্থ খরচ করে খেলোয়াড় দলে ভিড়িয়েছে বড় ক্লাবগুলো।

কোহেন-বেনদিতের ধারণা, করোনাভাইরাস পরবর্তী সময়ে আগের অবস্থা আর থাকবে না। তার মতে, কিছু ক্লাব তখন টিকে থাকার চেষ্টা করবে, অনেক ক্লাবকে তাদের কৌশল পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে।

করোনাভাইরাসের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনায় আসে ফুটবলারদের বড় অঙ্কের বেতন। তাদের আয়ের প্রসঙ্গও এসেছে তার লেখায়।

কোহেন-বেনদিত উদাহরণ দিয়েছেন পিএসজির ফরাসি ফরোয়ার্ড এমবাপেকে দিয়ে। ফ্রান্সের এক সংবাদমাধ্যমে নিজের কলামে এই রাজনীতিবিদ লিখেছেন, এক দুই-মাস আগের তুলনায় এমবাপের দাম কমে যাবে উল্লেখযোগ্য হারে।

"করোনাভাইরাস সঙ্কট যখন কেটে যাবে, তার মূল্য ২০ কোটি ইউরো নয়, বরং সাড়ে ৩ বা ৪ কোটি ইউরোর বেশি হবে না। তখনও কারা তাকে কিনতে পারবে?"

"এই সঙ্কটে পেশাদার খেলাধুলার অযৌক্তিক বিষয়গুলো মুছে যাবে... দরকার হলে বেতনের সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে। বিষয়টি এমন যেন নিউক্লিয়ার হামলা হয়েছে এবং সবকিছু এরপর নতুন করে শুরু করতে হবে... এটি কেবল খেলোয়াড়দের বেতন নয়, ইমেজ স্বত্ব ও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আমাদের ফুটবলে অত্যধিক ব্যবসা করে যারা, সেই এজেন্টদের চক্র ভেঙে দিতে হবে।

আমার মনে হয় না, খেলোয়াড়দের অবস্থা তাতে খারাপ হবে কারণ তাদের বেতন তুলনামূলক কম দেওয়া হয়।"

পিএসজির সঙ্গে ২০২২ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে এমবাপের। ২০২১ সালের গ্রীষ্মের দলবদলে রিয়াল মাদ্রিদ তাকে দলে টানার পরিকল্পনা করছে বলে গুঞ্জন আছে।

নেইমার না মার্তিনেস? দুজনকেই চাই সেতিয়েনের

নেইমারের বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে নানা খবর গণমাধ্যমে আসে মাঝেমধ্যে। আছে ইন্টার মিলানের তরুণ স্ট্রাইকার লাউতারো মার্তিনেসেরও কাম্প নউয়ে যোগ দেওয়ার গুঞ্জন। সম্ভব হলে আক্রমণভাগের এই দুজনকেই চায় বার্সেলোনা। তা যদিও সহজ হবে না, জানেন দলটির কোচ কিকে সেতিয়েন।

২০১৭ সালে রেকর্ড ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। আগামী দলবদলে ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড আবার লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেসদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন বলে গুঞ্জন আছে।

এদিকে, সুয়ারেসের চোট আর আঁতোয়ান গ্রিজমানের দলের সঙ্গে ভালোমত মানিয়ে নিতে না পারার কারণে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা নতুন স্ট্রাইকারের খোঁজ করছে বলে গণমাধ্যমের খবর। আর সেখানে বার বার উঠে আসছে মেসির ২২ বছর বয়সী জাতীয় দলের সতীর্থ মার্তিনেসের নাম।

বার্সেলোনার জন্যে দুইজনের মধ্যে কে বেশি মানানসই? স্প্যানিশ একটি রেডিওর স্পোর্টস প্রাগ্রামে এমন প্রশ্নের জবাবে দুজনকেই বেছে নেন সেতিয়েন।

"তারা সবাই দারুণ ফুটবলার, কিভাবে আমি তাদের অপছন্দ করব?"

তবে বাস্তবতাও তুলে ধরেন গত জানুয়ারিতে সাবেক কোচ এরনেস্তো ভালভেরদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া সেতিয়েন।

"নেইমার তাদের মধ্যে অন্যতম। তবে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আপনাকে বুঝতে হবে, কোনটা সম্ভব আর কোনটা সম্ভব না।"

"আমরা জানি, এইসব ফুটবলারদের মূল্য অনেক এবং তাদের আনা সহজ নয়।"

ধোনিকে যে কারণে সেরা বলছেন পিটারসেন

মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্ব গুণ নিয়ে চর্চা কম হয়নি। তবে তিনিই কি সর্বকালের সেরা? এটির বিপক্ষে যাওয়ার মতো খুব বেশি যুক্তি পাচ্ছেন না কেভিন পিটারসেন। প্রত্যাশার যে ভার ধোনিকে বয়ে নিতে হয়েছে, সেখানেই অধিনায়ক ধোনির তুলনীয় কাউকে দেখছেন না সাবেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান।

ঘরের মাঠে ২০১১ সালে ভারতকে বিশ্বকাপ শিরোপা এনে দিয়েছিলেন ধোনি। এর আগে ২০০৭ সালে তরুণ দল নিয়ে জিতেছিলেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০১৩ সালে তার নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। টেস্ট ক্রিকেটের র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত প্রথমবার শীর্ষে ওঠে তার অধিনায়কত্বেই।

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অধিনায়ক আইপিএলেও দিয়েছেন নিজের সামর্থ্যের পরিচয়। চেন্নাই সুপার কিংস তার নেতৃত্বে জিতেছে তিনটি আইপিএল শিরোপা।

ভারতের মতো ক্রিকেট পাগল দেশে, যেখানে শত কোটি মানুষের প্রত্যাশার চাপ মেটাতে হয় নিত্য, সেখানে এমন ধারাবাহিক সাফল্য অসাধারণ কিছু। স্টার স্পোর্টসের একটি অনুষ্ঠানে ধোনির নেতৃত্বের প্রসঙ্গে পিটারসেন বললেন এই প্রত্যাশা পূরণের কথাই।

"তার কাছে লোকের যে প্রবল প্রত্যাশা ছিল, যেভাবে জীবন কাটাতে হয়েছে তাকে, ভারতীয় দল ও চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক হিসেবে যেসবের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, প্রত্যাশার এই ভার বয়ে নেওয়ার কারণেই এটির বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া কঠিন যে, ধোনি সেরা অধিনায়ক।

ধোনির নেতৃত্বে ৬০ টেস্টের ২৭টিতে জয় পেয়েছে ভারত। তার অধিনায়কত্বেই সবচেয়ে বেশি ওয়ানডে জিতেছে দলটি। ২০০ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে ১১০ ম্যাচে দলকে জিতিয়েছেন তিনি। ৭২ টি-টোয়েন্টিতে তার সময় ৪১ ম্যাচ জিতেছে তারা।

মেসি-নেইমারদের বিশ্বকাপ বাছাই শুরু সেপ্টেম্বরে

লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের স্থগিত হয়ে যাওয়া কাতার বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব শুরু হবে আগামী সেপ্টেম্বরে। আগের নিয়মেই খেলা হবে হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে।

সব ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে মহাদেশটির শীর্ষ ফুটবল সংস্থা কনমেবল। নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ না করলেও সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লিওনেল মেসি, নেইমারদের খেলা মাঠে গড়াবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

এই অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু হওয়ার কথা ছিল গত মাসে। কিন্তু করোনাভাইরাসের কারণে বাছাইয়ের প্রথম দুই রাউন্ড স্থগিত করা হয়।

গত সপ্তাহে ফিফা অবশ্য জানিয়েছিল, বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে এই বছরের সব আন্তর্জাতিক ম্যাচ স্থগিত করার কথা ভাবছে তারা। করোনাভাইরাসের ফলে সৃষ্ট ভ্রমণ জটিলতার কারণে ২০২১ সালের আগে বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক দলের খেলা নাও হতে পারে বলে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন ফিফা সহ-সভাপতি ও কনকাকাফ অঞ্চলের প্রধান ভিক্তর মনতাগ্লিয়ানি। এর মধ্যেই এলো কনমেবলের এই ঘোষণা।

কোপা লিবের্তাদোরেস ও কোপা সুদামেরিকানার মতো মহাদেশীয় ক্লাব টুর্নামেন্ট পুনরায় শুরুর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে পরিস্থিতি জনস্বাস্থ্যের জন্য ভালো হলেই প্রতিযোগিতাগুলো আয়োজনের লক্ষ্য তাদের।

বৈঠকে আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে কোপা আমেরিকা শুরুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়ায় ১২ দলের অংশগ্রহণে এই বছরের জুন-জুলাইয়ে হওয়ার কথা ছিল লাতিন আমেরিকা ফুটবলের সর্বোচ্চ এই টুর্নামেন্ট। কিন্তু করোনাভাইরাসের কারণে তা স্থগিত হয়ে যায়।

মেসি অনন্য, রোনালদো তার পর্যায়ের নয়: বেকহ্যাম

কে সেরা? লিওনেল মেসি নাকি ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো? এই বিতর্কে এবার যোগ দিলেন ডেভিড বেকহ্যাম। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক মিডফিল্ডার এগিয়ে রাখছেন মেসিকে।

এক দশকের বেশি সময় ধরে বিশ্ব ফুটবলে আধিপত্য করছেন মেসি ও রোনালদো। এই সময়ে রেকর্ড ছয়টি ব্যালন ডি'অর জিতেছেন বার্সেলোনা অধিনায়ক মেসি, পর্তুগিজ তারকা রোনালদো জিতেছেন পাঁচ বার। দুজনেই আছেন ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে।

আর্জেন্টিনার নিউজ এজেন্সি তেলামকে বেকহ্যাম জানান, তার কাছে মেসিই সেরা।

"খেলোয়াড় হিসেবে মেসি তার পর্যায়ে একাই। তার মতো আরেক জন থাকা অসম্ভব। খেলোয়াড় হিসেবে আর কেউ তার মতো নয়।"

"সে রোনালদোর মতো যারা তার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি তাদের চেয়ে উঁচুতে রয়েছে।"

রোনালদোর বিপক্ষে কখনও খেলেননি বেকহ্যাম। তবে ইংলিশ এই মিডফিল্ডার ২০১৩ পিএসজিতে খেলার সময় মেসির মুখোমুখি হয়েছিলেন।

"ওদের টেকনিক ও মেধা একই রকম হতে পারে। একই সময়ে তাদের খেলতে দেখা ফুটবলের জন্য অসাধারণ। তবে মেসিই বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়। মেসি অনন্য।"

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

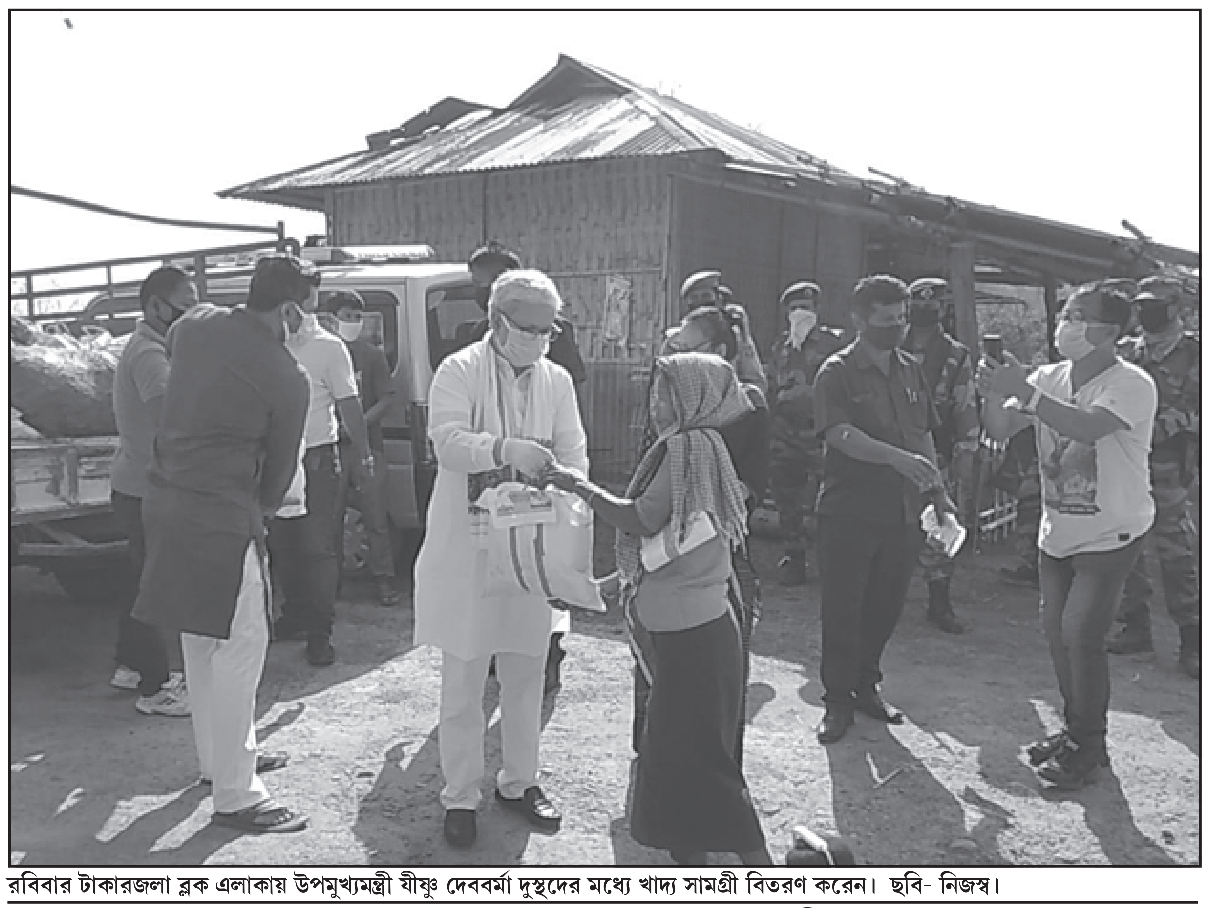

রবিবার টাকারজলা ব্লক এলাকায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

গরীব পরিবারে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ নানা জায়গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে রবিবার ট্রাফিক ভবনে দুস্থ রিকশা চালকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। শতাধিক রিকশা চালকের হাতে ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তারা খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। এর মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, আলু, দুধ, সয়াবিন, সাবান এবং ভোজ্য তেল। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণা করায় রিকশা চালকদের জীবন জীবিকা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। তারা রিকশা নিয়ে বের হতে পারছে না। ফলে পরিবারে অনাহার, অনটন নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। সরকারি তরফে তাদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা হলেও তা চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। সেজন্যই ট্রাফিক পুলিশ ওইসব অসহায় রিকশা চালকদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আগামীদিনেও এ ধরনের সামাজিক কাজকর্মে ট্রাফিক পুলিশ আত্মনিয়োগ করবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ধূপছড়া এডিসি ভিলেজে ২০০ শতাধিক গরিব পরিবারের মধ্যে রবিবার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এউপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তিনি এম কে আই ইট ভাটাও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের দুঃখ, দুর্দশা সম্পর্কে খোজ খবর নেন। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ৭১টি শ্রমিক পরিবারের হাতে ১০০০ টাকা কোট ৭১ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। তাতে শ্রমিকরা সন্তোষ ব্যক্ত করেন। বিধায়ক রতন চক্রবর্তী এলাকার জনগণ এবং ইট ভাটা শ্রমিকদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জানান, এলাকার কোনও মানুষ যাতে অনাহারে না থাকেন সেজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে মানবতাবোধের পরিচয় মিলছে বলেও তিনি উল্লেখ্য করেন।

বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের ত্রাণ বণ্টন অব্যাহত রয়েছে। রবিবার চতুর্থ পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ বণ্টন করেছেন বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত। লেইক চৌমুহনি বাজার উন্নয়ন কমিটির ব্যবস্থাপনায় বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত শতাধিক দুস্থ মানুষের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিয়েছেন। বিধায়ক শ্রী দত্ত জানান, আইজিএম, হরিজন কলোনি, শ্মশানঘাট হাড্ডি কলোনি, টিআরটিসি চৌমুহনি, লেইক চৌমুহনি, এডভাইজার চৌমুহনি সহ বিভিন্ন স্থানে রবিবার ১৮০০ জনকে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, আলু, সয়াবিন এবং সাবান। লকডাউন যতদিন চলবে ততদিন তিনি এ ধরনের দান অব্যাহত রাখবেন। প্রয়োজন হলে লকডাউনের পড়েও গরিব মানুষের মুখে আহার তুলে দিতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে জানান।

দিল্লিতে করোনায় নতুন করে আক্রান্ত ১৮৬

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): করোনার করাল গ্রাসে জেরবার দিল্লি। মারণ এই রোগে নতুন করে আক্রান্ত ১৮৬ জন। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৯৩। গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৩৪ জন। মোট আরোগ্য প্রাপ্তির সংখ্যা ২০৭। রবিবার দিল্লি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, শনিবার একজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা ৪৩। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সত্যেন্দ্র জৈন জানান, ৪২ হাজার রেপিড টেস্টিং কিট এসে পৌঁছেছে। লোকনায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতালে ট্রাইল করানো হবে। এর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে প্রায় ৭ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীকেদ্বসোমবার থেকে দিল্লির হটস্পটগুলিতে এর মাধ্যমে টেস্টিং করা হবে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ৪২ হাজার টেস্টিং করানোই প্রশাসনের লক্ষ্য।

বিহারে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮৭

পাটনা, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): বিহারের বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। মারণ এই রোগে নতুন করে আক্রান্ত ছয়। ফলে রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৮৭।রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মুখ্য সচিব সঞ্জয় কুমার জানিয়েছেন, রবিবার করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৬ জন। এর মধ্যে দুইজন বক্সার ও চারজন নালন্দা জেলার বাসিন্দা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, আগে বক্সার থেকে দুই তবলীগী জামাত সদস্যদের শরীরে করোনার সংক্রমণ মিলেছিল। এদের সংস্পর্শে এসে আরও দুই জনের শরীরে নতুন করে এই ভাইরাস ছড়িয়েছে।এদের মধ্যে একজন বছর ২৮ এর মহিলা ও বছর ৩০ এর যুবক রয়েছে। প্রসঙ্গত বিহারের সবথেকে খারাপ অবস্থা সীওয়ানে।সেখানে আক্রান্ত ১৭। তার পর রয়েছে মুঙ্গের ও পাটনা।সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে ছয় ও পাঁচ। গোটা রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১০১৩০ টি টেস্টিং করা হয়েছে। যার মধ্যে ৮৭ পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে।

৯ দিনের সদ্যোজাত শরীরে পাওয়া গেল করোনা সংক্রমণ

ভোপাল, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): করোনার দৌরাত্ম্য অব্যাহত মধ্যপ্রদেশের ভোপালে। ভোপালে এক ৯ দিনের সদ্যোজাত শরীরে পাওয়া গেল করোনার সংক্রমণ। ওই সদ্যোজাত সহ সব মিলিয়ে নতুন করে ভোপালে আক্রান্ত সংখ্যা ১২। ভোপালের মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: প্রভাকর তিওয়ারি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ভোপালে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৫।

ডা: প্রভাকর তিওয়ারি জানিয়েছেন, রবিবার নতুন করে ১২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে এক ৯ দিনের সদ্যোজাত শিশুও রয়েছে। এ ছাড়াও ১১ বছরের এক নাবালকের শরীরে করোনা পাওয়া গিয়েছে। সাই বাবা নগরের ১০ জনের শরীরে মারণ এই রোগে ভাইরাস মিলেছে। সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৫।মধ্যপ্রদেশের রাজধানী শহর ভোপালে এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩২। ডা: প্রভাকর তিওয়ারি আরও জানিয়েছেন, শনিবার পর্যন্ত পরীক্ষার জন্য ১৬৬৩ স্যাম্পল দিল্লি পাঠানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থদান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থদান অব্যাহত রয়েছে। অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটিও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থদানের জন্য এগিয়ে এসেছে। অর্থদানের পরিমাণ তেমন বেশি না হলেও তাদের দানের মানসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। বর্তমানে গোটা দেশে দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউন চলছে। লকডাউনের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে গরিব অংশের মানুষের রুটি রোজগার বন্ধ। ওইসব মানুষের কথা মাথায় রেখে সরকার ফ্রি রেশনের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। সেজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি, ক্লাব, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওইসব অসহায় গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গরিব অংশের মানুষের হাতে বেসরকারি উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হচ্ছে। আবার অনেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ওইসব গরিব মানুষের সাহায্যার্থে অর্থদান অব্যাহত রেখেছেন। ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৯ কোটি ৮ লক্ষ টাকা দান করেছেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা। রবিবারও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত রয়েছে। রবিবার সকালে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটি শিক্ষামন্ত্রীর রতনলাল নাথের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলের উদ্দেশ্যে ৭ হাজার টাকার চেক তুলে দিয়েছেন। এদিকে, ওএনজিসির অবসরপ্রাপ্ত কর্মী কানু দেবনাথ ৩০ হাজার টাকা এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক কিশোর দত্তও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে রবিবার অর্থদান করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, লকডাউনের ফলে গরিবদের অবস্থা খুবই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সরকারি সাহায্যও যথেষ্ট নয়। সে জন্যই এগিয়ে আসছেন মানবদরদি মানুষজন ও বিভিন্ন সংস্থা। এ ধরনের উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ রবিবার তথ্য দিতে গিয়ে জানান, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পরীক্ষার জন্য ১ হাজার ৪৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে টেস্ট সম্পূর্ণ হয়েছে ৯০০ জনের। দুটি পজেটিভ কেইস ছাড়া সবগুলিই স্বাভাবিক রয়েছে। এর মধ্যেও একজন সুস্থ হয়ে ফিরেছেন। অপর একজনের অবস্থাও প্রায় স্বাভাবিক। তিনি জানান, এতদিন লালা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হতো। এখন রক্ত সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য কিটস এসেছে। এর ফলে জেলা পর্যায়ে এখন পরীক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সকলকে সচেতন থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

করোনা মোকাবিলায় দেশে শীর্ষে বিহার : আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার ভাইরাস থেকে দেশকে বাঁচাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের প্রশংসা করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রাক্তন সাসদ সদস্য রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। রবিবার একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে তিনি বলেন যে, করোনার ভাইরাসের প্রভাব বিশ্বের অনেক দেশেই দেখা যাচ্ছে, এর প্রভাব ভারতের অন্যান্য, বিশেষত বিহার রাজ্যে সেভাবে দেখা যায় না। যদি আমরা সরকারী পরিসংখ্যান সম্পর্কে কথা বলি, তবে ভারতের পরিস্থিতি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক ভাল।

প্রাক্তন সাংসদ সিনহা বলেন যে, করোনায় এখন পর্যন্ত বিশ্বে ১ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আমেরিকাতে এই মহামারীর কারণে ৩৯,০১৫ জন মানুষ মারা গেছে, একই সময়ে, স্পেনের ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ ভাইরাসের কারণে প্রাণ হারিয়েছে। তিনি বলেন যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত বেশ ভাল অবস্থানে রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে করোনায় ৫০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা সিনহা বলেছেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় দেশে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পরিসংখ্যানও উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল। সংক্রামিত ১৫ হাজার ৭১২ জনের মধ্যে ২,২৩১ জন এই মহামারী থেকে মুক্তিলাভ করেছেন এবং ঘরে ফিরেছেন। তিনি বলেন, করোনার ক্ষেত্রে ভারত যেভাবে বিশ্বের নিরিক্ষে ভাল কাজ করেছে, ঠিক তেমনিভাবেই দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বিহারও এ নিয়ে খুব ভাল কাজ করেছে। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বিহার দেশে প্রথম অবস্থানে।

করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইনে ক্লাস নিয়ে নজির গড়ল সরকারী স্কুল

ইলামবাজার, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): করোনার কোপে স্কুলের ক্লাস। কিন্তু অনলাইনে ক্লাস নিয়ে নজির গড়ল সরকারি স্কুল।

বীরভূম জেলায় প্রথম কোনও বিদ্যালয়ে এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনলাইন ক্লাস চলছে।

শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ করে নয়, বাচ্চাদের সঙ্গে স্বতন্ত্র যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্ত ক্লাসগুলো সংগঠিত হচ্ছে।

প্রত্যেক ক্লাসের শেষে বাচ্চাদের বোর্ড ওয়ার্ক এর কপি দেওয়া হচ্ছে। অনলাইনে তাদের খাতা দেখা তাদের কাছে উত্তর নেওয়া এবং সর্বোপরি তাদের কাছে ব্ল্যাকবোর্ড পৌঁছে দেওয়া মত ব্যবস্থা চলছে নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভমেন্ট স্কুলে।

বীরভূমের ইলামবাজারে অবস্থিত এই স্কুলের পঠন পাঠনের উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরা। সোমবার থেকে এই অনলাইন ক্লাসের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ডিজিটাল ক্লাস যার মাধ্যমে বাচ্চারা অ্যানিমেটেড পদ্ধতিতে পড়া বুঝতে পারবে সরাসরি শিক্ষকদের থেকে।

সোমবার থেকে যে ডিজিটাল অনলাইন ক্লাস শুরু হবে যা সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কোন সরকারি স্কুলে শুরু হচ্ছে এবং হাতে গোনা দুই একটি বেসরকারি স্কুলে এরকম ডিজিটাল অনলাইন ক্লাস হয়।

ইলামবাজার ব্লকের নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভমেন্ট স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীপগোপাল মুখার্জি বলেন, 'করোনা মোকাবিলায় যখন সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ।

তখন ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়িতে বসে পড়াশোনার অভ্যাস চালু রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

করোনা আক্রান্ত হয়ে বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তি ২১ মাসের শিশু

কলকাতা,১৯ এপ্রিল (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। আর সেই আতঙ্কের মাঝেই এবার করোনা আক্রান্ত ২১ মাসের শিশু। করোনা আক্রান্ত হয়ে বেলেঘাটা আইডিতে চিকিৎসারত ওই শিশু। হাসপাতাল সূত্রে খবর,গত ১৬ এপ্রিল শ্লেষ্মার সমস্যার জন্য ওই শিশুকে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তিরা হয়। ওই শিশুর কাশির উপসর্গ ছিল।এরপর ওই শিশুর লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলে সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এবং তারপরই শিশুটিকে স্থানান্তরিত করা হয় বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে।

ওই শিশুর বাবাকে বর্তমানে পাঠানো হয়েছে কোয়ারেন্টাইনে। পাশাপাশি ওই শিশুর পরিবারের ১৫ জন সদস্যকে পাঠানো হয়েছে রাজারহাটের কোয়ারান্টাইন সেন্টারে। জানা যাচ্ছে ওই শিশুর বাবা কিছু দিন আগে ঝাড়খন্ডে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই সংক্রমণ ছড়িয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বৃষ্টিতে পণ্ড কামাখ্যাগুড়ির রবিবারের বাজার

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): বৃষ্টিতে পণ্ড হল আলিপুরদুয়ারের কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের মাঠে বসা রবিবারের বাজার। মাঠের চারদিক জলে থৈথৈ করছে। ঘটনার জেরে বহু সবজি বিক্রেতা দোকান দিতে পারেননি। আবার সকাল সকাল যারা কাঁচা শাকসবজির পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন তাঁদের দোকান বৃষ্টি জলে তলিয়ে যায়। মাঠের অস্থায়ী বাজারজুড়ে জলকাদা ভরে থাকায় ক্রেতারাও বাজারমুখো হননি। ফলে মার খায় রবিবারের বাজার। বাজারজাত কাঁচা শাকসবজি এবং বিভিন্ন আনাজপাতি অবিক্রিত থাকায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। তবে একটা সময় বৃষ্টি ধরে আসার ঘন্টা দুয়েক পর মাঠের জল নেমে গেলে সামান্য কিছু ব্যবসা হয়। অন্যান্য দিনের তুলনায় সেটা এতই নগন্য যে ধরতব্যের মধ্যে পড়ে না।

ডাম্পার সচল করতে গিয়ে চাকায় পিষ্ট চালকের মৃত্যু

বাঁকুড়া, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): ডাম্পারকে সচল করতে গিয়ে ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ডাম্পারের চালক। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে গঙ্গাজলঘাটি থানার মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই পুকুর এলাকায়। ছাই বোঝাই চলন্ত ডাম্পারের ইঞ্জিনে গলযোগ দেখা দিলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিচে নামেন চালক। তারপর তিনি নিজেই ডাম্পারের তলায় ঢুকে মেরামতির কাজ করতে শুরু করেন। সেই সময় ডাম্পারটি সচল হয়ে গড়িয়ে গেলে চালক পিছনের চাকায় পিষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি পুলিশ জানিয়েছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

পতিরামে কড়াভাবে লকডাউন পালন করাতে পুলিশি অভিযান

বালুরঘাট, , ১৯ এপ্রিল (হি.স.): করোনা মোকাবিলায় কড়াভাবে লকডাউন পালন করাতে তৎপর পুলিশ দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যায় এবং রবিবার সকালে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে পতিরাম ও পার পতিরাম বাজার এলাকায় ব্যাপক অভিযান চালানো হল। অভিযানের নেতৃত্ব দেন ডিএসপি (সদর) ধীমান মিত্র, বালুরঘাটের মহকুমা শাসক বিশ্বরঞ্জন মুখার্জী, পতিরাম ফাঁড়ির ওসি দেবব্রত মিশ্র প্রমুখ। সঙ্গে ছিল বিরাট পুলিশ বাহিনী।

রবিবার সকাল থেকেই পতিরাম চৌরঙ্গী, আমতলা, প্রণবপল্লী, কদমতলী, হাইস্কুল রোডে অকারণ ভিড় ভাঙতে ও নিয়ম বহির্ভূত দোকান বন্ধ করতে উদ্যোগ নেয় পুলিশ। ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ দোকান থেকে বাড়িতে মালপত্র নিয়ে গিয়ে নিয়ম ভেঙ্গে খুচরো ক্রেতাদের নিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করলে পুলিশ সেখানেও অভিযান চালিয়ে কারবার বন্ধ করে। পুলিশের লাগাতার অভিযানে তটস্থ মানুষজন দ্রুত বাড়ি ফিরে যান।

নিয়ম বহির্ভূতভাবে খোলা বেশ কিছু দোকানকে বন্ধ করেন আধিকারিকরা। ব্যবসায়ীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে আধিকারিকরা জানান, লকডাউন চলাকালীন নিয়মভঙ্গ করে দোকানপাট খুললে এবং অবৈধভাবে মালপত্র বেচাকেনা করলে আইনগতভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ, প্রশাসনের এমন আচমকা অভিযানে হতচকিত ব্যবসায়ীরা

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাথারকান্দিতে লকডাউন ভঙ্গের দায়ে গ্রেফতার ৮, জরিমানা ৫১,৫০০ টাকা, আটক ১৯টি যান

পাথারকান্দি (অসম), ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : কোদভি-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় গোটা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে পাথারান্দিতেও চলছে লকডাউন। দ্বিতীয় মেয়াদের লকডাউন ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়ে দিয়েছিলেন আগামী ২০ এপ্রিল পর্যন্ত এ ব্যাপারে কড়া অবস্থান নেওয়া হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন প্রথম মেয়াদের চেয়ে দ্বিতীয় মেয়াদের লকডাউনে কড়া অবস্থান নিয়েছে। এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকায়ও। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দিতে লকডাউন অমান্য করার ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। তবে বিষয়টি নিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে নেই প্রশাসনও। পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর যৌথ টহল চলছে পাথারকান্দির বিভিন্ন এলাকায়। প্রতিদিন লকডাউন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের শাস্তি প্রদান ছাড়াও জরিমানা আদায় এবং যানবাহন জব্দ ও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, এক পাথারকান্দি থানায় কর্মরত পুলিশের অভিযানে সাফল্য আসছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

পাথারকান্দি থানার এসআই নবজ্যোতি বরা এ সম্পর্কে জানান, লকডাউনের আইন অমান্য করে রাস্তায় বেরোনোর দায়ে এখন পর্যন্ত নানা ধরনের মোট ২৯টি যানবাহনের মালিকদের কাছ থেকে নগদ ৫১, ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৯টি অবৈধ যানবাহনকে থানায় আটকে রাখা হয়েছে। এমন-কি লকডাউন ভঙ্গ করার দায়ে আটজনকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে পৃথক ভাবে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। তিনি জানান, গোটা বিশ্ব মহামারি করোনায় আক্রান্ত। এত সব দেখে ও শুনে এখানকার কতিপয় মানুষ করোনার একমাত্র ওষুধ লকডাউনকে পাত্তা দিচ্ছেন না কেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

আংশিক বাণিজ্য সম্মতি মহারাষ্ট্র সরকারের

মুম্বই, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): মহারাষ্ট্রের গ্রীন ও অরেঞ্জ জোনে আংশিক ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ শুরু করা যেতে পারে বলে রবিবার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে।দোকান খুলে আসবাব পরিষ্কার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে গোটা রাজ্যে লকডাউন ৩ মে পর্যন্ত চলবে।রাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর জানিয়েছেন যে এই সকল শ্রমিকদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।কেন্দ্রের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে রাজ্যের। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই পরিযায়ী শ্রমিকদের তাদের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

রবিবার রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে উদ্ধব ঠাকরে জানিয়েছেন, করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে গোটা মহারাষ্ট্র। এই লড়াই কবে শেষ হবে তার অপেক্ষায় সাধারণ মানুষের মতন তিনি নিজেও রয়েছেন। যে কোনো ধরনের অসুস্থতা লুকাবেন না। অসুস্থ হলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের কাছে যান। শনিবার পর্যন্ত গোটা রাজ্যে ৬৭৮০০ জনের লালারসের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তার মধ্যে ৯৫ শতাংশ নেগেটিভ পাওয়া গিয়েছে।৩৬০০ টি টেস্ট পজিটিভএর মধ্যে ৫২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ৩৫০ বেশি মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। ২০০ বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, করোনা থেকে বাঁচার জন্য সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখাটা একান্ত জরুরি। একইভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো উচিত। এখনও পর্যন্ত যারা করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই শেষ পর্যায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। করোনার পরীক্ষার জন্য যে সময়টা রাখা প্রয়োজন তার মধ্যে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। তাই অসুস্থ হলেই হাসপাতালে এসে চিকিৎসা করানো উচিত।

লকডাউনের আবহে কিং কোবরার মাংস ভক্ষণ অরুণাচল প্রদেশে, প্রতিক্রিয়া

গুয়াহাটি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : মহামারি নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রকোপে বিশ্বজুড়ে লকডাউন চলছে। মারণ এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে সারা দেশে কড়াকড়িভাবে চলছে লকডাউন। এরই মধ্যে অসমের পার্শবর্তী পাহাড়ি রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের একাংশ মানুষ বিরল প্রজাতির প্রাপ্তবয়স্ক বিশাল আকারের একটি কিং কোবরাকে মেরে তার মাংস খাওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। ঘটনাটি ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে নানা মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

সোশাল মিডিয়ায় ভাইরালকৃত ভিডিওয় দেখা গেছে, কয়েকজন জনজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ মিলে ১২ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি কিং কোবরাকে মেরে কলাপাতায় পরিষ্কার করছে। জঙ্গলের ভেতরে কিং কোবরাটিকে শিকার করার দৃশ্য খুবই গর্বের সঙ্গে ওরা ভিডিও-বন্দি করেছে। ভিডিওটিতে একজনকে বলতে শোনা গেছে, লকডাউনের ফলে তাদের কাছে খাদ্য সামগ্রী মজুত না থাকায় তারা এভাবে জঙ্গল থেকে সাপ শিকার করেছে। একজন বলেছে, 'আমরা জঙ্গলে খাবার খুঁজতে গিয়েছিলাম, আর তখনই আমরা এই কিং কোবরাটিকে খুঁজে পাই।'

ঘটনা সম্পর্কে রাজ্যের বন বিভাগের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে অসমের কয়েকটি প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠন ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বন্যপ্রাণী বিরল প্রজাতির সর্প হত্যা ও তাকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী বন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। আগরতলা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে রবিবার রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন প্রতাপগড়ের ঋষিপাড়া ও লোকনাথ পাড়ায় গরিব মানুষের মধ্যে খাদ্যপণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। মোট ২৫০টি পরিবারের মধ্যে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রদেয় খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ৫ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, তিন কেজি আলু, এক লিটার সরিষার তেল, এক প্যাকেট লবন এবং একটি করে সাবান। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের মহারাজ শ্রীকান্ত মহারাজ, সদর জেলা বিজেপি সভাপতি ডাঃ অলক ভট্টাচার্য্য, প্রতাপগড় মন্ডল সভাপতি সুকুমার ঘোঘ, সদর জেলা সম্পাদক অরবিন্দ দাস, অসিম ভট্টাচার্য্য এবং জেলা সদস্য সুশান্ত সূত্রধর, প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শ্রীকান্ত মহারাজ বলেন, গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এধরনের সামাজিক কাজে ভূয়শী প্রশংসা করেছেন এলাকাবাসী।

পুঞ্চে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): বিশ্বজোড়া করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে অক্ষম পাকিস্তান।সন্ত্রাসবাদীদের মদত ও ভারতীয় ভূখন্ডে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টায় ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। পাল্টা যোগ্য জবাব দিল ভারত।

রবিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মানকোট সেক্টরে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। নিয়ন্ত্রণ রেখা লাগোয়া ভারতীয় সেনা ছাউনি ও ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গোলা বর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। মর্টার শেলিং করার পাশাপাশি চলে ছোট ও মাঝারি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গোলাবর্ষণ। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। শুরু হয় দুট তরফে তুমুল গুলির লড়াই।এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলছে বলে জানা গিয়েছে। পাকিস্তানের ছোড়া গোলায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় গ্রামগুলিতে। প্রশাসনের তৎপরতায় স্থানীয়দের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গোটা বিশ্বের সাথে করোনা জেরবার পাকিস্তান। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে নিজের চরিত্র শোধন করল না এই দেশটি। প্রহসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভারতীয় ভূখণ্ডে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যেই এদিন সংঘর্ষবিরতি করে পাকিস্তান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।